তাহাজ্জুদ নামায ও তারাবীহ নামায

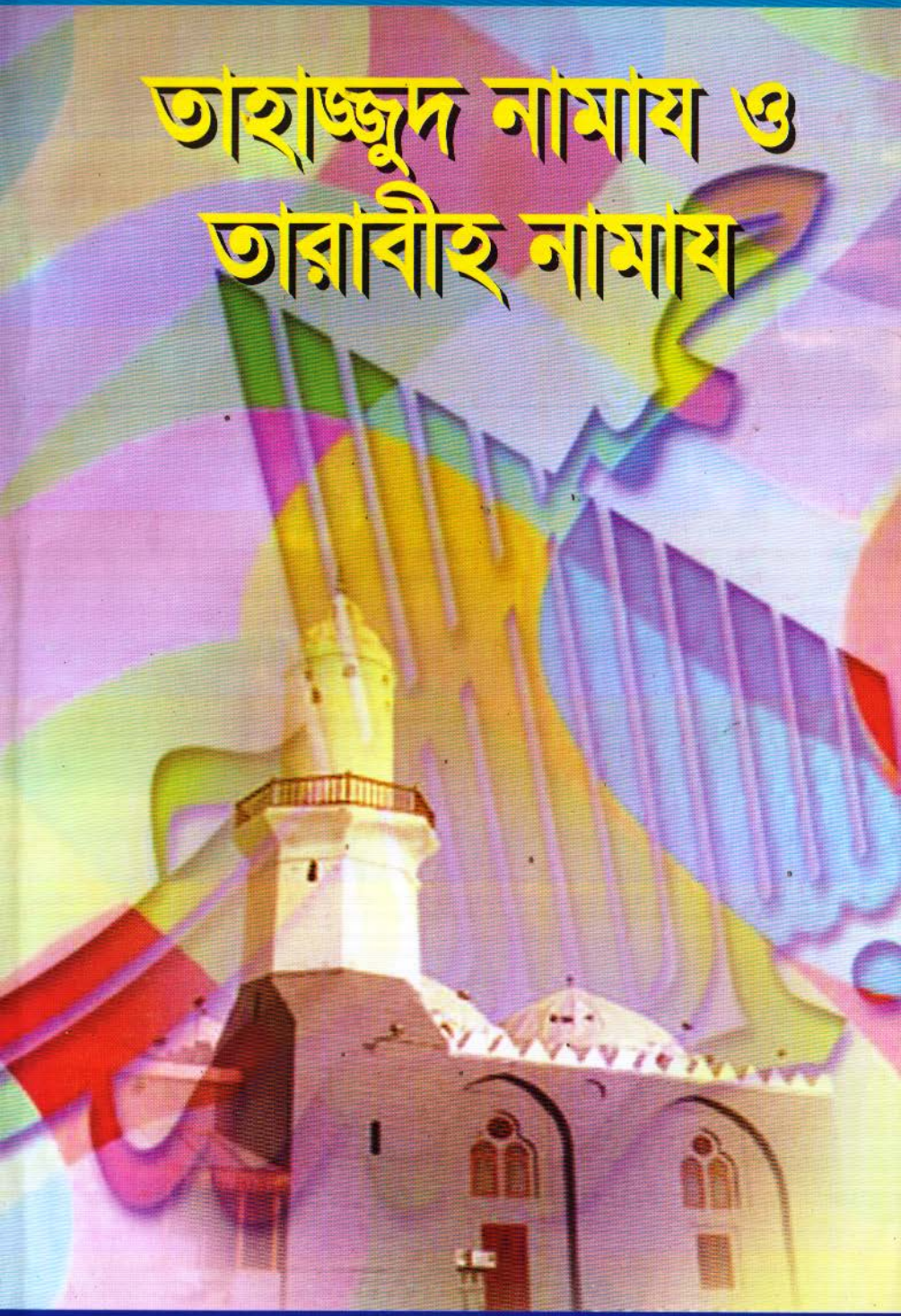

আলহাজ মাওলানা মুহাম্মদ মূসা

তাহাজ্জুদ নামায ও তারাবীহ নামায
আলহাজ মাওলানা মুহাম্মদ মূসা

প্রকাশনায়
রিসার্চ একাডেমী ফর কুরআন এন্ড সাইন্স
২৩০, নিউ এলিফ্যান্ট রোড (৬ষ্ঠ তলা)
ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২২১৯৫

পরিবেশনায়
আহসান পাবলিকেশন
কাটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৬৭০৬৮৬

প্রকাশকাল
শা'বান ১৪২৭
ভাদ্র ১৪১৩
সেপ্টেম্বর ২০০৬

কম্পোজ
মডার্ণ কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
১৯৫/১, ফকিরাপুল ১ম গলি (৩য় তলা)
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

মুদ্রণ
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেট
ঢাকা-১২১৭

মূল্য : পঁচিশ টাকা মাত্র

Tahajjud Namaz & Tarabih Namaz (صلوة التهجد والتراويح) by Alhaj Maolana Muhammad Musa and Published by Research Academy for Quran and Science, 230 New Elephant Road, Dhaka-1205, First Edition September 2006, Price : Tk. 25.00 only. ($ 1.00)

RAQS Publications Series-06

www.pathagar.com

তাহাজ্জুদ নামায
ও
তারাবীহ নামায

আলহাজ মাওলানা মুহাম্মদ মূসা
বি.কম. (অনার্স), এম.কম, এম.এম.

পরিবেশনায়
আহসান পাবলিকেশন
কাটাবন ❐ বাংলাবাজার ❐ মগবাজার

www.pathagar.com

নিবেদন

ইসলামী আন্দোলনের তরুণ কর্মীদের জন্য যারা শত প্রতিকূলতার মধ্যেও আল্লাহ্‌র দীন কায়েমে নিজেদের জীবন বাজি রেখে কদম বকদম সম্মুখপানে এগিয়ে যাচ্ছেন।

গ্রন্থকার

www.pathagar.com

"আমি ফকীহ্‌গণের বিরোধপূর্ণ প্রায় সব মতের অনুকূলে কুরআন ও হাদীসের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দলীল বিদ্যমান পেয়েছি" (আর-রিসালা)।

—ইমাম শাফিঈ (র)

"হাদীসের গ্রন্থাবলী সংকলিত হওয়ার পূর্বকালের বিশেষজ্ঞ আলেমগণ (ফকীহগণ) হাদীসের সংকলনকারীদের তুলনায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীস সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত ছিলেন। এমন অনেক হাদীস তাঁদের নিকট সহীহ প্রমাণিত হয়েছে যা আমরা মোটেও জ্ঞাত নই অথবা আমরা পেয়েছি অপরিচিত বা বিচ্ছিন্ন সনদে" (রাফউল মালাম 'আন আইম্মাতিল আ'লাম, পৃ. ১২)।

— ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র)

www.pathagar.com

গ্রন্থকারের আরয

আমাদের গ্রামের পরিমণ্ডলে আমরা রমযান মাসের রাতসমূহে এশার ফরয ও সুন্নাত নামায পড়ার পর বিশ রাক্আত তারাবীহ নামায পড়তাম। তারপর ভোর রাতে একটু আগেভাগে উঠে বারো রাক্আত তাহাজ্জুদ নামায পড়তাম। বৃহত্তর পরিমণ্ডলে এসে আমি এমন একদল লোকের সাক্ষাত পেলাম যারা অত্যন্ত জোরালো ভাষায় বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) রমযান মাসে ও অন্যান্য মাসের রাতসমূহে আট রাক্আতের অধিক নামায পড়েননি। আমি তাদের মসজিদসমূহে তারাবীহ নামায পড়তে গিয়ে লক্ষ্য করলাম, তারা এশার ফরয ও সুন্নাত নামায পড়ার পর আট রাক্আত নামায পড়েন।

বিষয়টি আমার মনে কৌতুহল সৃষ্টি করে এবং আমার কতক বন্ধুও এ বিষয়ে আমার নিকট জিজ্ঞাসা করেন। আমার কৌতুহল ও তাদের তাগাদায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এই বিষয়ে গবেষণা করার সিদ্ধান্ত নিলাম। ইতোপূর্বে আমি হাদীসের সর্বাধিক সহীহ ছয়টি কিতাবের (সিহাহ আস-সিত্তা) অনুবাদ কর্মে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (স)-এর রাতের নফল নামায সংক্রান্ত বিভিন্ন রকম হাদীস দেখতে পেয়েছি। এই বিষয়ে আমার গবেষণাকর্মে কুরআন মজীদ ও হাদীস থেকে দলীল পেশ করেছি।

ইসলামী আইনের আওতায় কোন বিষয়ে একাধিক অভিমত থাকলে সে ক্ষেত্রে ন্যায়নীতি ও ইনসাফের দাবি হলো, আমি যে মতটি মান্য করি তার বিপরীত মতটির প্রতিও আমার শ্রদ্ধাবান থাকা। সে সম্পর্কে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা বা তাকে সম্পূর্ণ ভুল বা ভিত্তিহীন আখ্যা দেয়া মোটেও সংগত নয়। অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, প্রত্যেক ইমামের অভিমতের পক্ষে কুরআন ও সুন্নাহ্র অত্যন্ত শক্তিশালী দলীল আছে। তাদের কেউই বিনা দলীলে কোন মত ব্যক্ত করেননি।

আমি এই কিতাবে তাহাজ্জুদ নামায ও তারাবীহ নামায সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনায় যাইনি। আমার লক্ষ্য ছিল, এ দুই নামাযের রাক্আত সংখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন ইমামের যেসব মতামত রয়েছে তার অনুকূলে কুরআন মজীদ ও হাদীস থেকে সমর্থন পেশ করা। আশা করি আমি সে কাজটি করতে পেরেছি। অনুসন্ধানী পাঠকগণ আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার দ্বারা উপকৃত হলেই আমার শ্রম স্বার্থক হবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে পরস্পরের প্রতি উদার ও সহনশীল হওয়ার এবং সংযতভাবে কথা বলার তৌফীক দিন। আমীন

www.pathagar.com

সূচীপত্র

নীতিগত আলোচনা

- ফরয নামায ৭
- সুন্নাত নামায ৭
- নফল নামায ৭
- তাহাজ্জুদ নামাযের ফযীলাত ৯
- অন্যান্য নফল ও তাহাজ্জুদ নামায পড়ার নিয়ম ১১
- নফল নামায দুই রাক্আত করে পড়া উত্তম ১১
- রাসূলুল্লাহ (স)-এর তাহাজ্জুদ নামাযের রাক্আত সংখ্যা ১৩
- তাহাজ্জুদ ও তারাবীহ্ দুই স্বতন্ত্র নামায ২০
- মহানবী (স)-এর নামাযের রাক্আত সংখ্যা কম কেন ? ২০
- রমযান মাসের ফযীলাত ও তারাবীহ্ নামায ২১
- তারাবীহ নামাযের ইতিবৃত্ত ২৪
- রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইমামতিতে তারাবীহ্ নামায ২৭
- মহানবী (স) কেন নিয়মিত তারাবীহ্ নামায পড়েননি? ৩০
- সরকারী ব্যবস্থাপনায় তারাবীহ্ নামাযের জামাআত ৩১
- তারাবীহ্ নামাযের ওয়াক্ত ও নিয়ম ৩৩
- মহিলাদের তারাবীহ নামায ৩৪
- তারাবীহ নামাযের রাক্আত সংখ্যা ৩৪
- তারাবীহ নামায সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী (র)-এর সারসংক্ষেপ ৩৪
- ইমাম শাফিঈ (র)-এর অভিমত ৩৫
- ইমাম আহ্মাদ ইবনে হাম্বল (র)-এর অভিমত ৩৫
- ইমাম মালেক (র)-এর অভিমত ৩৬
- বিশ রাক্আত তারাবীহ-এর সমর্থনে হাদীস ৩৬
- আরো কয়েকটি দলীল ৩৮
- মসজিদুল হারাম ও মসজিদে নববীতে তারাবীহ নামায ৩৯
- ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র)-এর অভিমত ৪০
- দু'টি প্রশ্ন ৪১
- ঐচ্ছিক নামাযের রাক্আত সংখ্যা কি বাড়ানো-কমানো জায়েয ? ৪২
- খবরে ওয়াহেদ পর্যায়ের হাদীস কি গ্রহণযোগ্য ? ৪৩
- সৎপথ প্রাপ্ত চার খলীফার প্রবর্তিত সুন্নাতও অনুসরণযোগ্য ৪৪
- প্রতিটি নতুন প্রথা বা প্রবর্তনই বিদ'আত নয় ৪৬
- মুসলমানরা নিজেদের জন্য সম্মিলিতভাবে যা উত্তম মনে করেন ৪৭

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

নীতিগত আলোচনা

ফরয নামায

ফরয নামাযের রাক্আত সংখ্যা সুনির্দ্ধারিত। যেমন ফজর দুই রাক্আত, যোহর চার রাক্আত, আসর চার রাক্আত, মাগরিব তিন রাক্আত এবং এশা চার রাক্আত, মোট সতের রাক্আত। এই বিষয়ে সমগ্র মুসলিম উম্মতের মধ্যে কোন মতভেদ নাই। এর মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে হ্রাস-বৃদ্ধি করা হলে সম্পূর্ণ নামাযই নষ্ট হয়ে যাবে। ভুলবশত হ্রাসবৃদ্ধি হলে সুনির্দিষ্ট নিয়মে তা সংশোধন করতে হয়। অবশ্য সফরে ফরয নামায চার রাক্আতের স্থলে দুই রাক্আত পড়তে হয়।

সুন্নাত নামায

পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের আগে ও পরে মোট বারো রাক্আত সুন্নাত নামায আছে। এগুলোকে বলা হয় সুন্নাতে মুআক্কাদা বা সুন্নাতে রাতিবা (মর্যাদাপূর্ণ সুন্নাত নামায)। এই নামায সম্পর্কে মহানবী (সা) বলেছেন ঃ

১। "যে ব্যক্তি নিয়মিত বারো রাক্আত সুন্নাত নামায পড়বে তার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়"।

বরাত ঃ ইবনে মাজা, ইকামাতিস সালাত, বাব বারো রাক্আত সুন্নাত নামায, নং ১১৪০-১১৪৩; তিরমিযী, সালাত, বাব বারো রাক্আত সুন্নাত নামায, নং ৪১৪; নাসাঈ, কিয়ামুল লাইল, বাব ঐ, নং ১৭৯৫-১৮০৪)।

এ হাদীস উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা, উম্মু হাবীবা, আবু হুরায়রা, আবু মূসা আল-আশআরী ও আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) প্রমুখ সাহাবীগণ কর্তৃক বর্ণিত। এই নামাযেও কম-বেশি করা সংগত নয়। তবে কোন হাদীসে চার রাক্আতের স্থলে দুই রাক্আত অথবা দুই রাক্আতের স্থলে চার রাক্আত উল্লেখ আছে। সেখানে তদ্রূপ আমল করা যায়।

নফল নামায

এই নামায সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক। কেউ ইচ্ছা করলে পড়লো এবং কেউ ইচ্ছা করলে নাও পড়তে পারে। যে ব্যক্তি তা পড়ে সে প্রশংসাযোগ্য এবং যে পড়ে না সে নিন্দনীয়

www.pathagar.com

নয়। এই নামাযের ওয়াক্ত ও রাক্আত সংখ্যা সুনির্দিষ্ট নয়। যে যতো বেশি রাক্আত পড়বে তা তার জন্য ততো অধিক কল্যাণকর। নফল নামায দিনেও পড়া যায়, রাতেও পড়া যায়। রাতের নফল নামায 'তাহাজ্জুদ' নামে অভিহিত। তাহাজ্জুদ শব্দটি কুরআন মজীদে নির্দেশ সূচক ক্রিয়াপদরূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

٢- عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ السُّلَمِىِّ اَنَّهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُّ اللَّيْلِ اَسْمَعُ قَالَ جَوْفُ اللَّيْلِ الْاٰخِرُ فَصَلِّ مَا شِئْتَ فَاِنَّ الصَّلٰوةَ مَشْهُوْدَةٌ مَكْتُوْبَةٌ حَتّٰى تُصَلِّىَ الصُّبْحَ ثُمَّ اَقْصِرْ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَتَرْتَفِعَ قَيْسَ رُمْحٍ اَوْ رُمْحَيْنِ فَاِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ وَيُصَلِّىْ لَهَا الْكُفَّارُ ثُمَّ صَلِّ مَا شِئْتَ فَاِنَّ الصَّلٰوةَ مَشْهُوْدَةٌ مَكْتُوْبَةٌ حَتّٰى يَعْدِلَ الرُّمْحُ ظِلَّهُ ثُمَّ اَقْصِرْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ تُسْجَرُ وَتُفْتَحُ اَبْوَابُهَا فَاِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ مَا شِئْتَ فَاِنَّ الصَّلٰوةَ مَشْهُوْدَةٌ حَتّٰى تُصَلِّىَ الْعَصْرَ ثُمَّ اَقْصِرْ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَاِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ وَيُصَلِّىْ لَهَا الْكُفَّارُ وَقَصَّ حَدِيْثًا طَوِيْلاً.

২। আবু উমামা (রা) কর্তৃক আমর ইবনে আবাসা আস-সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! রাতের কোন সময়টি অধিক শ্রবণীয়? তিনি বলেন ঃ রাতের শেষাংশ, এ সময় যতটুকু ইচ্ছা নামায পড়ো। কেননা ফজরের নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত এ সময়ের নামায সম্পর্কে ফেরেশতারা সাক্ষ্য দেয় ও লিপিবদ্ধ করে। এরপর সূর্যোদয় নাগাদ নামায থেকে বিরত থাকো, যতক্ষণ না তা আনুমানিক এক অথবা দুই বর্শাফলক পরিমাণ উপরে উঠে যায়। কেননা শয়তানের দুই শিংয়ের মধ্য দিয়ে তা (সূর্য) উদিত হয়। আর কাফিররা এ সময় তার পূজা করে থাকে। এরপর থেকে যত ইচ্ছা নামায পড়ো যে পর্যন্ত না বর্শার ছায়া ঠিক সমান হয়ে যায়, এ সময়ের নামায সম্পর্কে ফেরেশতারা সাক্ষ্য দেয় এবং তা লিপিবদ্ধ করা হয়। অতঃপর নামায থেকে বিতর থাকো, কেননা এ সময় জাহান্নাম উত্তপ্ত করা হয় এবং তার সমস্ত দ্বারও উন্মুক্ত করা হয়। আর সূর্য যখন পশ্চিমাকাশে হেলে পড়বে তখন যত ইচ্ছা নামায পড়ো, কেননা আসরের নামায পর্যন্ত এ সময়ের মধ্যকার নামায সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়া হয়। এরপর সূর্যাস্ত যাওয়া নাগাদ নামায থেকে বিরত থাকো।

www.pathagar.com

কেননা তা শয়তানের দুই শিংয়ের মধ্য দিয়ে অস্ত যায়। আর কাফিররা তার উদ্দেশ্যে উপাসনা করে। বর্ণনাকারী এ প্রসংগে দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

বরাত ঃ সহীহ মুসলিম, কিতাবু সালাতিল মুসাফিরীন, (৫২) বাব ইসলামি আমর ইবনে আবাসা (রা), নং ১৯১৩/২৯৪; সুনান আবু দাউদ, কিতাবুত তাতাব্বু (নফল নামায), বাব ১০, নং ১২৭৭, মূলপাঠ আবু দাউদের। উপরোক্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাতে অথবা দিনে নফল নামায যতো রাক্আত ইচ্ছা পড়া যায়।

তাহাজ্জুদ নামাযের ফযীলাত

মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্য, তার স্রষ্টা মহান আল্লাহ্র সাথে সুগভীর সম্পর্ক স্থাপন, আল্লাহ্র দীনের পথে অবিচল থেকে ব্যাপকভাবে তার প্রচার-প্রসারের মানসিক শক্তি অর্জন এবং এ পথের প্রতিবন্ধকতা, প্রতিকূলতা ও বাধা-বিপত্তির মুকাবিলা করার শক্তি অর্জনের জন্য দৈনন্দিন বিধিবদ্ধ ইবাদতের সাথে সাথে ঐচ্ছিক নৈশ ইবাদতের গুরুত্ব অপরিসীম। কুরআন মজীদে বাধ্যতামূলক ইবাদতের পাশাপাশি ঐচ্ছিক ইবাদতে মগ্ন হওয়ার জন্যও উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে, তার ফযীলাত বর্ণনা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয়নবী মুহাম্মাদ (সা)-কে সম্বোধন করে বলেন ঃ

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ.

"এবং রাতের কিছু অংশে তুমি তাহাজ্জুদ কায়েম করো, তা তোমার এক অতিরিক্ত কর্তব্য" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৭৯)।

يٰاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ. قُمِ الَّيْلَ اِلاَّ قَلِيْلاً. نِصْفَهٗ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلاً. اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلاً.

"হে বস্ত্রাবৃত! রাতে জাগ্রত হও, কিছু অংশ ব্যতীত, অর্ধ রাত বা তদপেক্ষা কিছু কম বা তদপেক্ষা কিছু বেশি। আর কুরআন পাঠ করো ধীর গতিতে ও স্পষ্ট উচ্চারণে" (সূরা আল-মুয্যাম্মিল ঃ ১-৪)।

اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِىَ اَشَدُّ وَطْاً وَّاَقْوَمُ قِيْلاً. اِنَّ لَكَ فِى النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلاً. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلاً.

"রাতে উত্থান (প্রবৃত্তিকে) দলনে সহায়ক এবং স্পষ্ট উচ্চারনের অনুকূল। দিনের বেলা তোমার রয়েছে দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা। অতএব তুমি তোমার প্রতিপালকের নাম যিকির করো এবং একনিষ্ঠভাবে তাতে মগ্ন হও" (সূরা আল-মুয্যাম্মিল ঃ ৬-৮)।

www.pathagar.com

اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدْنٰى مِنْ ثُلُثَىِ الَّيْلِ وَنِصْفَهٗ وَثُلُثَهٗ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ.

"নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক জানেন যে, তুমি কখনো রাতের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, কখনো অর্ধাংশ এবং কখনো এক-তৃতীয়াংশ জাগরণ করো, তোমার সাথে যারা আছে তাদের একটি দলও" (সূরা আল-মুয্যাম্মিল ঃ ২০)।

كَانُوْا قَلِيْلاً مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ. وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ.

"তারা রাতের সামান্য অংশই ঘুমিয়ে কাটাতো। রাতের শেষভাগে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতো" (সূরা আয-যারিয়াত ঃ ১৭-১৮)।

তাই মহানবী (সা)-এর জীবনধারায় আমরা লক্ষ্য করি রাতের ইবাদতের কঠোর অনুশীলন, সাথে সাথে তাঁর সাহাবীগণের জীবনেও। তবে তাঁকে প্রতিটি অনুশীলনেই ভারসাম্য বজায় রাখতে লক্ষ্য করা যায়। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন ঃ

٣- وَكَانَ لاَ تَشَاءُ اَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا اِلاَّ رَاَيْتَهُ وَلاَ نَائِمًا اِلاَّ رَاَيْتَهُ.

৩। "তুমি তাঁকে রাতের বেলা নামাযরত অবস্থায় দেখতে চাইলে তাই দেখতে পেতে এবং ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে চাইলে তাই দেখতে পেতে"।

বরাত ঃ বুখারী, কিতাবুত তাহাজ্জুদ, (১১) বাব কিয়ামিন নাবিয়্যি (সা) বিল-লাইল, নং ১১৪১; কিতাবুস সাওম, (৫৩) বাব সাওমিন নাবিয়্যি (সা) ওয়া ইফতারিহি, নং ১৯৭২-৩)।

٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ صَلاَةِ الْفَرِيْضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ.

৪। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ "ফরয নামাযের পর সর্বোত্তম নামায হচ্ছে রাতের (নফল) নামায"।

বরাত ঃ তিরমিযী, আবওয়াবুস সালাত, (২০৭) বাব সালাতিল লাইল, নং ৪৩৮; নাসাঈ, কিতাবু কিয়ামিল-লাইল, (৬) বাব ফাদলি সালাতিল লাইল, নং ১৬১৪ ও ১৬১৫; মুসনাদ আহমাদ, ২খ, পৃ. ৩০৪/৫৯৯, নং ৮০১৩, ৮৩৪০, ৮৪৮৮ ও ৮৫১৫। মূল পাঠ তিরমিযীর।

www.pathagar.com

অন্যান্য নফল ও তাহাজ্জুদ নামায পড়ার নিয়ম

ফরয নামায ব্যতীত অন্যান্য (ওয়াযিব, সুন্নাত, নফল) নামাযের প্রতি রাক্আতে সূরা আল-ফাতিহা পড়ার পর যে কোন সূরা বা সূরার অংশবিশেষ পড়া ওয়াজিব (বাধ্যতামূলক)। নফল নামাযের জন্য কোন সূরা নির্দিষ্ট নাই। কুরআন মাজীদের যে স্থান থেকে পড়া নামাযী নিজের জন্য সহজ মনে করেন সেখান থেকে পড়বেন।

নফল নামায দুই রাক্আত করে পড়া উত্তম

দিনে অথবা রাতে নফল নামায এক সালামে দুই রাক্আত করে পড়াই উত্তম, যদিও চার রাক্আত, এমনকি আট রাক্আতও এক সালামে পড়া যায়।

٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلاَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنٰى مَثْنٰى.

৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। মহানবী (সা) বলেনঃ রাতের ও দিনের নফল নামায দুই রাক্আত করে পড়তে হয়" (সুনান আবু দাউদ, কিতাব সালাতিত-তাতাব্বু, (১৩) বাব সালাতিন নাহার, নং ১২৯৫)।

٦- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَئَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ مَا تَرٰى فِيْ صَلاَةِ اللَّيْلِ قَالَ مَثْنٰى مَثْنٰى فَاِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلّٰى وَاحِدَةً فَاَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلّٰى.

৬। ইবনে উমার (রা) বলেন, মহানবী (সা) মিম্বারে অবস্থানকালে এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, রাতের (নফল) নামায সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তিনি বলেনঃ দুই দুই রাক্আত করে পড়বে। সে ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা করলে আরো এক রাক্আত (বেতের) পড়বে। তা তার আদায়কৃত নামাযকে বেজোড় করে দিবে।

বরাত ঃ বুখারী, কিতাবুস সালাত, বাবুল হিলাকি ওয়াল-জুলূসি ফিল-মাসজিদ, নং ৪৭২; কিতাবুত তাহাজ্জুদ, নং ১১৩৭; মুসলিম, কিতাবু সালাতিল মুসাফিরীন, (২০) বাব সালাতিল লাইল মাছনা, মাছনা, নং ১৭৪৮/১৪৫, ১৭৪৯/১৪৬, ১৭৫০/১৪৭, ১৭৫১/১৪৮, ১৭৬০/১৫৬; তিরমিযী, আবওয়াবুস-সালাত, বাব ঐ, নং ৪৩৭; ইবনে মাজা, কিতাবু ইকামাতিস সালাত, (১৭১) বাব ঐ, নং ১৩২০। মূল পাঠ বুখারীর।

উপরোক্ত হাদীস থেকেও প্রমাণিত হয় যে, নফল নামাযের রাক্আত সংখ্যা নির্দিষ্ট নয়। যে যতো রাক্আত ইচ্ছা পড়তে পারে। উল্লেখ্য যে, মহানবী (সা) সাধারণত

www.pathagar.com

এক সালামে বেতের নামায তিন রাক্আত অথবা দুই রাক্আত নফলের সাথে একত্র করে এক রাক্আত পড়তেন।

٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اِنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ صَلٰوةُ اللَّيْلِ قَالَ مَثْنٰى مَثْنٰى فَاِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَاَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ.

৭। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাতের (নফল) নামায কিরূপ (কিভাবে পড়তে হয়)? তিনি বলেনঃ দুই (রাক্আত) দুই (রাক্আত করে পড়বে)। তুমি ভোর (ফজরের ওয়াক্ত) হয়ে যাওয়ার আশংকা করলে এক রাক্আত বেতের নামায পড়ো।

বরাত ঃ (১) বুখারী, কিতাবুত তাহাজ্জুদ, বাব ১২, নং ১১৩৭; কিতাবুস সালাত, বাবুল-হিলাকি ওয়াল-জুলূসি ফিল-মাসজিদ, নং ৪৭২ ও ৪৭৩; কিতাবুল বিত্র, বাব মা জাআ ফিল-বিত্র, নং ৯৯০; (২) নাসাঈ, কিতাবু কিয়ামিল লাইল, বাব (২৬) কাইফা সালাতুল লাইল, নং ১৬৬৭-১৬৭৫; (৩) মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, (২০) বাব সালাতিল লাইলি মাছনা মাছনা, নং ১৭৪৮/ ১৪৫-১৪৮, ১৫৫; আবু দাউদ, বিত্র, বাব কামিল-বিত্র, নং ১৪২১।

٨- عَنْ اَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ اَرَاَيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ نُطِيْلُ فِيْهِمَا الْقِرَاءَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى وَيُوْتِرُ بِرَكْعَةٍ وَيُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ وَكَاَنَّ الْاَذَانَ بِاُذُنَيْهِ قَالَ حَمَّادٌ اَيْ بِسُرْعَةٍ.

৮। আনাস ইবনে সীরীন (র) বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-কে বললাম, ফজরের (ফরয) নামাযের পূর্বেকার দুই রাক্আত (সুন্নাত) নামায সম্পর্কে আপনার অভিমত কি, আমরা কি সেই দুই রাক্আতে দীর্ঘ কিরাআত পড়বো? তিনি বলেন, নবী (সা) রাতের (নফল) নামায দুই (রাক্আত) দুই (রাক্আত) করে পড়তেন, এক রাক্আত বেতের নামায পড়তেন এবং ফজরের (ফরয) নামাযের পূর্বে দুই রাক্আত সুন্নাত নামায পড়তেন, তখনও যেন তাঁর দুই কানে আযান ধ্বনিত হতো। হাম্মাদ (র) বলেন, অর্থাৎ তাড়াতাড়ি সংক্ষেপে (তিনি এই নামায পড়তেন)।

বরাত ঃ বুখারী, কিতাবুত তাহাজ্জুদ, বাব সালাতিল বিত্র, নং ৯৯৫; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, (২০) বাব সালাতুল লাইল, নং ১৭৬১/১৫৭।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর তাহাজ্জুদ নামাযের রাক্আত সংখ্যা

٩- عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَاَلَ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا كَيْفَ صَلٰوةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيْدُ فِىْ رَمَضَانَ وَلاَ فِىْ غَيْرِهِ عَلٰى احْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّىْ اَرْبَعًا فَلاَ تَسْئَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّىْ اَرْبَعًا فَلاَ تَسْئَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّىْ ثَلاَثًا قَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَنَامُ قَبْلَ اَنْ تُوْتِرَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ اِنَّ عَيْنَىَّ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِىْ.

৯। আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি তাকে (সাঈদ ইবনে আবু সাঈদ আল-মাকবুরীকে) অবহিত করেন যে, তিনি আয়েশা (রা)-র নিকট জিজ্ঞেস করেন, রমযান মাসে রাসূলুল্লাহ (সা-এর (তাহাজ্জুদ) নামায কিরূপ ছিল? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) রমযান মাসে এবং তা ছাড়া অন্যান্য সময়ে এগার রাক্আতের অধিক বাড়াতেন না। তিনি চার রাক্আত নামায পড়তেন। তুমি সেগুলোর সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য সম্পর্কে আর জিজ্ঞেস করো না। তারপর তিনি চার রাক্আত নামায পড়তেন। তুমি তার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে আর জিজ্ঞেস করো না। তারপর তিনি তিন রাক্আত (বেতের) নামায পড়তেন। আয়েশা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি বেতের নামায পড়ার পূর্বে ঘুমান? তিনি বলেনঃ হে আয়েশা! আমার চোখ দু'টি ঘুমায় কিন্তু আমার কলব (অন্তর) ঘুমায় না।

বরাত ঃ সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুত তাহাজ্জুদ, বাব কিয়ামিন-নাবিয়্যি (সা) বিল-লাইলি ফী রামাদান ওয়া গাইরিহি, নং ১১৪৭; কিতাবু সালাতিত-তারাবীহ, নং ২০১৩; কিতাবুল মানাকিব, বাব কানান-নাবিয়্যু (সা) তানামু আইনুহু ওয়ালা ইয়ানামু কালবুহু, নং ৩৫৬৯; সহীহ মুসলিম, কিতাবু সালাতিল মুসাফিরীন, বাব সালাতিল লাইলি ওয়া আদাদি রাকাআতিন নাবিয়্যি (সা) ফিল-লাইল, নং ১৭২৩/১২৫; সুনান আবু দাউদ, কিতাবুত তাতাব্বু, বাব ফী সালাতিল লাইল, নং ১৩৪১; জামে' আত-তিরমিযী, আবওয়াবুস-সালাত, (২০৮) বাব মা জাআ ফী ওয়াসফি সালাতিন নাবিয়্যি (সা) বিল-লাইল, নং ৪২৯; সুনান আন-নাসাঈ, কিতাব কিয়ামিল লাইল, (৩৬) বাব কাইফা কানাল বিতরু বিছালাছিন, নং ১৬৯৮; মুওয়াত্তা ইমাম মালেক,

www.pathagar.com

কিতাবু সালাতিল লাইল, (২) বাব সালাতিন নাবিয়্যি (সা) ফিল-বিতরি, নং ৯; মুসনাদ আহ্মাদ, ৬খ., পৃ. ৩৬, নং ২৪৫৭৪, পৃ. ৭৩, নং ২৪৯৫০, পৃ. ১০৫, নং ২৫২৩৯।

হাদীসখানা নিঃসন্দেহে সহীহ হলেও এর বক্তব্য সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। তা হলো, স্বয়ং হযরত আয়েশা (রা) থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত হাদীসসমূহ থেকে জানা যায়, মহানবী (সা) বিভিন্ন অবস্থায় রাতে আট রাক্আতের অধিক বা কম সংখ্যক রাক্আত নামায পড়েছেন। যেমন নিম্নোক্ত হাদীস ঃ

١٠- عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ سَبْعٌ وَّتِسْعٌ وَّاِحْدٰى عَشْرَةَ سِوٰى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ.

১০। মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-র নিকট রাসূলুল্লাহ (সা)-এর রাতের (তাহাজ্জুদ) নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, সাত (রাক্আত), নয় (রাক্আত) ও এগার (রাক্আত), ফজরের দুই রাক্আত (সুন্নাত) ব্যতীত।

বরাত ঃ বুখারী, কিতাবুত-তাহাজ্জুদ, (১০) বাব কাইফা সালাতুন নাবিয়্যি (সা) ওয়া কাম কানান-নাবিয়্যু (সা) ইউসাল্লী বিল-লাইল, নং ১১৩৯।

অতএব তাঁর বর্ণনা থেকেই তাঁর আট রাক্আত সংক্রান্ত কথাটি সব সময়ের জন্য প্রযোজ্য নয় তা প্রমাণ করে। মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈতে তার বর্ণিত হাদীসে দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ (সা) কখনো দশ রাক্আত, কখনো ছয় রাক্আতও পড়েছেন। তাছাড়া তিনি কেবল আয়েশা (রা)-র সাথেই প্রতিটি রাত যাপন করেননি, তাঁর অপরাপর স্ত্রীর ঘরে এবং অন্যান্য সাহাবীর সাথেও নৈশ ইবাদত করেছেন। এই প্রসঙ্গে তাদের বর্ণিত হাদীসসমূহও বিবেচনায় আনতে হবে।

١١- عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ اَنَّهُ قَالَ لَاَرْمُقَنَّ صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّيْلَةَ قَالَ فَتَوَسَّدْتُ عَتَبَتَهُ اَوْ فُسْطَاطَهُ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُوْنَ اللَّتَيْنِ

www.pathagar.com

قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ دُوْنَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ دُوْنَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ دُوْنَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ اَوْتَرَ فَذٰلِكَ ثَلاَثُ عَشْرَةَ رَكْعَةً.

১১। যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি (মনে মনে) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতের (তাহাজ্জুদ) নামায অবশ্যই সচক্ষে প্রত্যক্ষ করবো। তিনি বলেন, আমার মাথাটি তাঁর ঘরের চৌকাঠ অথবা তাঁবুর দরজায় রেখে শুয়ে থাকলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংক্ষেপে দুই রাক্আত নামায পড়লেন। পরে দুই রাক্আত পড়লেন দীর্ঘ আরো দীর্ঘ আরো দীর্ঘ। এরপর পড়লেন দুই রাক্আত, এটি ছিলো পূর্বের দুই রাক্আতের চেয়ে কম দীর্ঘ। আবার পড়লেন দুই রাক্আত, তা ছিল এর পূর্বের দুই রাক্আতের চেয়ে কম দীর্ঘ। পুনরায় পড়লেন দুই রাক্আত, তা ছিলো পূর্বের দুই-এর চেয়ে সংক্ষিপ্ত। সবশেষে পড়লেন দুই রাক্আত, তা ছিল পূর্বের দুই রাক্আতের চেয়ে সংক্ষিপ্ত, অতঃপর 'বেতের' পড়লেন। এ নিয়ে নামাযের সংখ্যা দাঁড়ালো তের রাক্আত।

বরাত ঃ আবু দাউদ, কিতাবুস সালাত, বাব সালাতিল লাইল, নং ১৩৬৬; মুসলিম, কিতাবু সালাতিল মুসাফিরীন, বাব সালাতিন নাবিয়্যি (সা) ওয়া দু'আইহি বিল-লাইল, নং ১৮০৪/১৯৫; ইবনে মাজা, কিতাবু ইকামাতিস সালাত, বাব মা জাআ কাম ইউসাল্লী বিল-লাইল, নং ১৩৬২; মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, বাব সালাতিন নাবিয়্যি (সা) ফিল-বিতরি, নং ১২। মূল পাঠ আবু দাউদের।

উপরোক্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, মহানবী (সা) ঐ রাতে বারো রাক্আত তাহাজ্জুদ নামায পড়েছেন এবং বেতের পড়েছেন এক রাক্আত। অতএব এ হাদীসের আলোকে বলা যায়, রাসূলুল্লাহ (সা) সব সময় আট রাক্আতই পড়েননি, তার বেশিও পড়েছেন।

١٢- عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ خَالَتُهُ قَالَ فَاضْطَجَعْتُ فِيْ عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَهْلُهُ فِيْ طُوْلِهَا فَنَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

www.pathagar.com

حَتّٰى اِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ اَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيْلٍ اَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيْلٍ اِسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ ثُمَّ قَرَاَ الْعَشْرَ الْاٰيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُوْرَةِ اٰلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ اِلٰى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّاَ مِنْهَا فَاَحْسَنَ وُضُوْئَهُ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّىْ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ اِلٰى جَنْبِهِ فَوَضَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى رَأْسِىْ فَاَخَذَ بِاُذُنِىْ يُفْتِلُهَا فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ قَالَ الْقَعْنَبِىُّ سِتَّ مَرَّاتٍ ثُمَّ اَوْتَرَ ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتّٰى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ.

১২। ইবনে আব্বাস (রা)-এর মুক্তদাস কুরাইব (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) তার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী মায়মূনা (রা)-র নিকট এক রাত অতিবাহিত করেছিলেন। আর তিনি (মায়মূনা) ছিলেন তার খালা। তিনি (ইবনে আব্বাস) বলেন, আমি বিছানায় আড়াআড়ি শুয়ে পড়লাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর স্ত্রী লম্বালম্বি শুয়ে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ঘুমিয়ে থাকলেন। শেষ পর্যন্ত যখন রাতের অর্ধেক অথবা তার সামান্য কম অথবা সামান্য অধিক অতিবাহিত হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের হাত দ্বারা নিজ মুখমণ্ডল থেকে ঘুমের রেশ মুছতে মুছতে উঠে বসলেন। অতঃপর তিনি সূরা আল ইমরানের শেষ দশ আয়াত তিলাওয়াত করলেন। পরে পানির একটি ঝুলন্ত মশকের নিকট গেলেন, তা থেকে উযু করলেন এবং খুব উত্তমরূপে উযু করলেন। এরপর দাঁড়িয়ে নামায পড়তে লাগলেন। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমিও উঠলাম, তিনি যা যা করেছেন আমিও তা করলাম। পরে আমি তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ডান হাত আমার মাথার উপর রাখলেন এবং আমার কান ধরে টানলেন। অতঃপর তিনি নামায পড়লেন দুই রাক্আত, আবার দুই রাক্আত, পুনরায় দুই রাক্আত, পুনরায় দুই রাক্আত, আবার দুই রাক্আত, আবার দুই রাক্আত।

www.pathagar.com

অধস্তন রাবী আল-কা'নাবী (র) তার হাদীসে "ছয়বার বলেছেন।" এরপর বেতের পড়লেন, পরে বিশ্রাম করলেন। অতঃপর তাঁর নিকট মুআযযিন এলে তিনি উঠে সংক্ষেপে দুই রাক্আত নামায পড়লেন। অতঃপর (ঘর থেকে) বের হলেন এবং (মসজিদে গিয়ে) ফজরের নামায পড়লেন।

বরাত ঃ বুখারী, বাব মা জাআ ফিল বিতরি, নং ৯৯২; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, বাব সালাতিন নাবিয়্যি (সা) ওয়া দুআইহি বিল-লাইল, নং ১৭৯৪/১৮৭; আবু দাউদ, সালাত, বাব সালাতিল লাইল, নং ১৩৬৭, মূল পাঠ উক্ত গ্রন্থের; তিরমিযী, সালাত, বাব মা জাআ ফী ওয়াসফি সালাতিন নাবিয়্যি (সা) বিল-লাইল, নং ৪৪২ (সংক্ষিপ্ত বর্ণনা); ইবনে মাজা, ইকামাতুস সালাত, বাব মা জাআ ফী কাম ইউসাল্লী বিল-লাইল, নং ১৩৬৩; মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, কিতাবু সালাতিল লাইল, বাব সালাতিন নাবিয়্যি (সা) বিল-লাইল, নং ১১)।

উপরোক্ত হাদীসের গুরুত্ব অপরিসীম। একে তো হাদীসটি ইমাম বুখারী (র)-ও সংকলন করেছেন। দ্বিতীয়ত, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আরেকজন স্ত্রী এবং প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-র খালার ঘরে ঐ রাতে রাসূলুল্লাহ (সা) বারো রাক্আত তাহাজ্জুদ নামায পড়েছেন। এর সাক্ষী হলেন ইবনে আব্বাস (রা) নিজে। তিনি তাঁর সাথে এই বারো রাক্আত নামায পড়েছেন।

অতএব আয়েশা (রা)-এর বক্তব্য যে, রাসূলুল্লাহ (সা) রমযান ও অন্যান্য মাসে আট রাক্আতের অধিক নামায পড়েননি তা সব রাতের জন্য প্রযোজ্য নয়। আয়েশা (রা) প্রতি রাতেই জাগ্রত থেকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর তাহাজ্জুদ নামাযের রাক্আত সংখ্যা গণনা করেছেন এমনটি বিশ্বাসযোগ্য নয়। অন্যান্য হাদীসে এসেছে, আয়েশা (রা) বলেছেন যে, তিনি ঘুমিয়ে থাকতেন, আর রাসূলুল্লাহ (সা) নামায পড়তেন। তিনি সিজদায় যেতে তার পায়ে খোচাঁ মারলে তিনি তার পা গুটিয়ে নিতেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) সিজদা করতেন। স্বয়ং হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাতের বেলা রাসূলুল্লাহ (সা) তেরো রাক্আত নামায পড়তেন। যেমন ঃ

١٣- عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ بِاللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ يُصَلِّيْ اِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ.

১৩। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) রাতের বেলা তেরো রাক্আত নামায পড়তেন, অতঃপর যখন ফজরের নামাযের আযান শুনতেন তখন সংক্ষেপে দুই রাক্আত (সুন্নাত) নামায পড়তেন।

www.pathagar.com

বরাত ঃ মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, কিতাবু সালাতিল লাইল, বাবু সালাতিন নাবিয়্যি (স) ফিল-বিতরি, নং ১০; ইবনে মাজা, কিতাবু ইকামাতিস সালাত, বাব মা জাআ ফী কাম ইউসাল্লী বিল-লাইল, নং ১৩৫৯। মূল পাঠ মুওয়াত্তার।

ইমাম বুখারী (র) তাঁর নিজস্ব সনদে হাদীসটি নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

١٤- كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا الْوِتْرُ وَرَكْعَتَى الْفَجْرِ.

১৪। নবী (সা) রাতের বেলা তেরো রাক্আত নামায পড়তেন। বেতের নামায ও ফজরের দুই রাক্আত (সুন্নাত) নামাযও তার অন্তর্ভুক্ত (বুখারী, কিতাবুত তাহাজ্জুদ, বাব কাইফা সালাতুন নাবিয়্যি (সা) ওয়া কাম কানান- নাবিয়্যু (সা) ইউসাল্লী বিল লাইল, নং ১১৪০)।

মুওয়াত্তা ও ইবনে মাজার বর্ণনা থেকে জানা যায়, তিনি তেরো রাক্আত নামায পড়তেন। এর মধ্যে যদি বেতের তিন রাক্আত হয় তাহলে তাহাজ্জুদ দশ রাক্আত। আর বেতের এক রাক্আত হলে তাহাজ্জুদ বারো রাক্আত। আর বুখারী বর্ণিত তোরো রাক্আতের মধ্যে বেতের এক রাক্আত হলে তাহাজ্জুদ হবে দশ রাক্আত। আর বেতের তিন রাক্আত হলে তাহাজ্জুদ হবে আট রাক্আত। আর বেতেরের পরে বসে পড়া দুই রাক্আত অন্তর্ভুক্ত হলে তাহাজ্জুদ হবে ছয় রাক্আত। এখানে এই সবগুলো সম্ভাবনাই বিদ্যমান।

আট রাক্আত সংক্রান্ত হাদীসে আয়েশা (রা) বলেছেন যে, মহানবী (সা) এক সালামে চার রাক্আত করে পড়তেন। অথচ সহীহ বুখারীতে (তাহাজ্জুদ, ৯৯৫ নং হাদীস) মহানবী (স) তাহাজ্জুদ নামায দুই রাক্আত করে পড়তেন এবং বেতের পড়তেন এক রাক্আত—এরূপ হাদীসও বিদ্যমান আছে। অতএব আট রাক্আত সংক্রান্ত হাদীসের বক্তব্য একেবারে অকাট্য নয়। অনন্তর আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, কোন কারণে রাসূলুল্লাহ (সা) রাতে তাহাজ্জুদ নামায পড়তে না পারলে দিনের বেলা অতিরিক্ত বারো রাক্আত নামায পড়তেন। যেমন ঃ

١٥- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا لَمْ يُصَلِّ مِنَ اللَّيْلِ مَنَعَهُ مِنْ ذٰلِكَ نَوْمٌ غَلَبَتْهُ عَيْنُهُ اَوْ وَجَعٌ صَلّٰى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً.

www.pathagar.com

১৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। ঘুমের প্রাবল্য বা অসুস্থতার কারণে রাসূলুল্লাহ (সা) রাতের বেলা (তাহাজ্জুদ) নামায পড়তে না পারলে দিনের বেলা বারো রাক্আত নামায পড়তেন (নাসাঈ, কিতাবু সালাতিল লাইল, বাব কাম ইউসাল্লী মান নামা আন সালাতিন আও মানাআহু ওয়াজাউন, নং ১৭৯০)।

আয়েশা (রা) বর্ণিত এ হাদীস থেকেও ইংগিত পাওয়া যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) রাতের বেলাও বারো রাক্আত তাহাজ্জুদ নামায পড়তেন। তিনি কোন নামায পড়া শুরু করলে তা নিয়মিত পড়তেন। তিনি নির্দ্ধারিত সময়ে তা না পড়তে পারলে সুবিধাজনক সময়ে তার কাযা করতেন।

আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর তাহাজ্জুদ নামাযের বর্ণনা পাই তাঁর অপর স্ত্রী উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মু সালামা (রা)-র মুখ থেকে।

١٦- عَنْ يَعْلَى ابْنِ مَمْلَكٍ اَنَّهُ سَئَلَ اُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قِرَاءَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ صَلاَتِهِ فَقَالَتْ مَا لَكُمْ وَصَلاَتَهُ كَانَ يُصَلِّىْ ثُمَّ يَنَامُ قَدْرَ مَا صَلّٰى ثُمَّ يُصَلِّىْ قَدْرَ مَا نَامَ ثُمَّ يَنَامُ قَدْرَ مَا صَلّٰى حَتّٰى يُصْبِحَ ثُمَّ نَعَتَتْ لَهُ قِرَاءَتَهُ فَاِذَا هِىَ تَنْعَتُ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا.

১৬। ইয়া'লা ইবনে মামলাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (সা)-এর স্ত্রী উম্মু সালামা (রা)-র নিকট রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কিরাআত পাঠ ও তাঁর (তাহাজ্জুদ) নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, তোমরা তাঁর নামায সম্পর্কে জেনে আর কি করবে! তিনি নামায পড়তেন, অতঃপর নামায পড়ার সম-পরিমাণ সময় ঘুমাতেন, অতঃপর তাঁর ঘুমের সম-পরিমাণ সময় নামায পড়তেন, অতঃপর তাঁর নামায পড়ার সম-পরিমাণ সময় ঘুমাতেন। এভাবে তিনি ভোরে উপনীত হতেন। অতঃপর তিনি তার নিকট রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কিরাআত পাঠের বর্ণনা দেন। তিনি তাঁর কিরাআত থেমে থেমে প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট করে পড়ার বর্ণনা দেন (সুনান আন-নাসাঈ, কিতাবু কিয়ামিল লাইল, বাব যিকরি সালাতি রাসূলিল্লাহ (সা) বিল-লাইল, নং ১৬৩০)।

উপরোক্ত হাদীসে মহানবী (সা)-এর তাহাজ্জুদ নামাযের রাক্আত সংখ্যার উল্লেখ নাই। তবে তিনি যতক্ষণ নামায পড়তেন প্রায় ততক্ষণ ঘুমাতেন, আবার যতক্ষণ ঘুমাতেন প্রায় ততক্ষণ নামায পড়তেন, এভাবে রাত অতিবাহিত করতেন। তাহাজ্জুদ নামায যদি আট রাক্আতেই সীমিত হতো তাহলে এ হাদীসেও তার উল্লেখ থাকতো।

www.pathagar.com

অতএব আমরা বলতে পারি, রাসূলুল্লাহ (সা) সময়-সুযোগ, শারীরিক অবস্থা ইত্যাদি ভেদে বিভিন্ন সময় তাহাজ্জুদ নামাযের রাক্আত সংখ্যায় হ্রাস-বৃদ্ধি করেছেন। তিনি কখনো বারো, কখনো দশ, কখনো আট এবং কখনো ছয় রাক্আত পড়েছেন, আবার কোন কোন রাতে তা পড়েননি, দিনের বেলা তার কাযা করেছেন।

তাহাজ্জুদ ও তারাবীহ দুই স্বতন্ত্র নামায

এখানে আরো স্মরণীয় যে, তারাবীহ নামায ও তাহাজ্জুদ নামায এক নয়। তাহাজ্জুদ নামায বছরে প্রতিদিন গভীর রাতে পড়া হয় এবং তা ভোর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। আর তারাবীহ নামায কেবল রমযান মাসে পড়া হয় রাতের প্রথম ভাগে এশার ফরয ও সুন্নাত নামায পড়ার পর, বেতের নামায পড়ার পূর্বে। অতএব এ দু'টি স্বতন্ত্র নামায। হাদীসের গ্রন্থাবলীতেও এ দু'টি স্বতন্ত্র নামায হিসাবে উক্ত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) রাতের প্রথম ভাগে তারবীহ্ নামায পড়েছেন এবং শেষভাগে তাহাজ্জুদ নামায পড়েছেন। দুই মহান নগরী মক্কা ও মদীনার দুই পবিত্রময় ও মর্যাদাপূর্ণ মসজিদে বর্তমান কালেও উপরোক্ত দুই নামায দুই সময়ে পড়া হয়ে থাকে। আয়েশা (রা)-র মতে তিনি রমযান ও গর-রমযানের রাতে যে আট রাক্আত নামায পড়তেন, তা হলো তাহাজ্জুদ নামায, তারাবীহ নামায নয়।

মহানবী (সা)-এর নামাযের রাক্আত সংখ্যা কম কেন ?

অতএব মহানবী (সা)-এর রাতের নামায কেবল আট রাকআতে সীমাবদ্ধ করার জেদ ধরা উচিত নয়। চিন্তার বিষয় এই যে, মহানবী (সা) রাতের বেশির ভাগ সময়ই ইবাদতে কাটাতেন। অথচ তাঁর নামাযের রাক্আত সংখ্যা এত কম কেন ? বস্তুত রাসূলুল্লাহ (সা) অত্যন্ত ধীরেসুস্থে নামায পড়তেন। তিনি এক এক রাকআতে সূরা আল-বাকারা, আল-ইমরান, আন-নিসা ও আল-মাইদার মত দীর্ঘ সূরা তিলাওয়াত করতেন এবং রুকূ-সিজদায়ও দীর্ঘক্ষণ কাটাতেন।

পাঠকগণ চিন্তা করে দেখুন, প্রতি রাক্আতে এত বড়ো বড়ো সূরা পাঠ করলে এক রাতে আট থেকে বারো রাক্আতের অধিক নামায পড়া কি সম্ভব? বহু হাদীসে তাঁর এই দীর্ঘ নামাযের বর্ণনা পাওয়া যায়।

১৭। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, "এক রাতে আমি নবী (সা)-এর সাথে নামাযে দাঁড়ালাম। তিনি এত দীর্ঘক্ষণ নামাযে দণ্ডায়মান থাকলেন যে, (ক্লান্ত হয়ে) আমার মনে একটা অশুভ ধারণার উদ্ভব হয়। ইবনে মাসউদ (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার মনে কি ধারণা এসেছিলো? তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে একা নামাযে রেখে বসে পড়ার মনস্থ করেছিলাম" (শামায়েলে তিরমিযী)।

www.pathagar.com

১৮। হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা) বলেন, "এক রাতে আমি নবী করীম (সা)-এর সাথে (তাহাজ্জুদ) নামায পড়লাম। তিনি সূরা আল-বাকারা পড়তে শুরু করলেন। আমি (মনে মনে) বললাম, তিনি এক শত আয়াত পড়ে রুকূ করবেন, কিন্তু তিনি পড়তেই থাকলেন। আমি (মনে মনে) বললাম, তিনি দুই শত আয়াত পড়ে রুকূ করবেন। কিন্তু তিনি অগ্রসর হতেই থাকলেন। আমি (মনে মনে) বললাম, তিনি পূর্ণ সূরাটি এক রাক্আতেই পড়বেন, কিন্তু তিনি সামনে অগ্রসর হতেই থাকলেন। অতঃপর তিনি সূরা আন-নিসা পড়তে শুরু করলেন এবং সেটিও শেষ করলেন, অতঃপর সূরা আল ইমরান পড়তে শুরু করলেন এবং সেটিও শেষ করলেন। তিনি ধীরেসুস্থে স্পষ্টভাবে পড়লেন। তিনি আল্লাহ্র প্রশংসা সম্বলিত আয়াত পড়ার পর থেমে তাঁর প্রশংসা করতেন, দোয়া সংক্রান্ত আয়াত পড়ার পর থেমে দোয়া করতেন, আশ্রয় প্রার্থনা সংক্রান্ত আয়াত পড়ে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। তারপর তিনি রুকূ করলেন এবং তাতে বললেন ঃ 'সুবহানা রব্বিয়াল আযীম'। তাঁর রুকূর দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় তাঁর কিয়ামের (দাঁড়ানোর) সমপরিমাণ, তারপর 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলে রুকূ থেকে উঠলেন এবং রুকূর সম-পরিমাণ সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর সিজদায় গেলেন এবং তাতে 'সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা' পড়লেন। তাঁর সিজদাগুলোর দৈর্ঘ্য ছিল তাঁর রুকূর প্রায় সমান" (নাসাঈ, কিতাবু কিয়ামিল লাইল, (২৫) বাব তাসবিয়াতিল কিয়াম ওয়ার-রুকূ..., নং ১৬৬৫)।

উপরোক্ত হাদীসসমূহ থেকে আমরা জানতে পারলাম, মহানবী (স) রাতের নফল নামাযে দীর্ঘ সূরাসমূহ পড়েছেন, দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থেকেছেন, দীর্ঘ রুকূ ও সিজদা করেছেন এবং রুকূ থেকে উঠে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ও দুই সিজদার মাঝখানে দীর্ঘক্ষণ বসে থেকে দোয়া-দরূদ পড়েছেন।

এখন যার দীর্ঘ সূরা মুখস্ত নেই, যিনি দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে সমর্থ নন, পর্যাপ্ত দোয়া-দরূদ জানা নেই তিনি যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূরাসমূহ বা সূরার অংশবিশেষ দ্বারা রাতে আট বা বারো রাক্আতের অধিক, এমনকি শত রাক্আত নামায পড়ে, তাহলে কি বলা যাবে— তিনি আপত্তিকর কাজ করেছেন, বিদআত করেছেন এবং ফলে পথভ্রষ্ট হয়েছেন? অথচ রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে এরূপ অনুমতি দিয়েছেন।

রমযান মাসের ফযীলাত ও তারাবীহ নামায

মহামহিম আল্লাহ তাআলা বছরের বারোটি মাসের মধ্যে রমযানুল মোবারক মাসের মর্যাদা স্বয়ং কুরআন মজীদে বর্ণনা করেছেন। এ মাসেই মানবজাতির মুক্তির সনদ কুরআন মজীদ নাযিল হয়। ইসলামের অন্যতম রুকন রোযা এ মাসেই ফরয করা হয়। তাই এ মাসে যে কোন সৎকাজের ফযীলাত অতুলনীয়ভাবে অত্যধিক। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

www.pathagar.com

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয করা হয়েছিল, যাতে তোমরা মোত্তাকী হতে পারো" (সূরা আল-বাকারা ঃ ১৮৩)।

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ.

"রমযান মাস, এই মাসেই কুরআন মজীদ নাযিল হয়েছে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে" (সূরা আল-বাকারা ঃ ১৮৫)।

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرٰى وَلاَ يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ.

"আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান এবং যা তোমাদের জন্য ক্লেশকর তা চান না। এজন্য যে, তোমরা (রোযার) সংখ্যা পূর্ণ করবে এবং তোমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করার কারণে তোমরা আল্লাহ্র মহিমা ঘোষণা করবে এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারো" (সূরা আল-বাকারা ঃ ১৮৫)।

অর্থাৎ উক্ত আয়াতে আল্লাহ পূর্ণ এক মাস রোযা রাখার জন্য এবং তাঁর মহিমা ও গুণগান তথা ইবাদত-বন্দেগী করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃএ মাসের একটি ফরয ইবাদতের মর্যাদা অন্য মাসের সত্তরটি ফরয ইবাদতের সমান এবং এ মাসের একটি নফল (ঐচ্ছিক) ইবাদতের মর্যাদা অন্য মাসের একটি ফরয ইবাদতের সমান। হাদীস শরীফে অনুরূপ বহুতর ফযীলাতের কথা বলা হয়েছে ।

١٩- عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِىِّ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ اٰخِرِ يَوْمٍ مِّنْ شَعْبَانَ فَقَالَ يٰاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ اَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيْمٌ شَهْرٌ مُّبَارَكٌ فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ جَعَلَ اللّٰهُ صِيَامَهُ فَرِيْضَةً وَقِيَامَ لَيْلَتِهِ

www.pathagar.com

تَطَوُّعًا مَنْ تَقَرَّبَ فِيْهِ بِخَصْلَةٍ مِّنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ اَدّٰى فَرِيْضَةً فِيْمَا سِوَاهُ وَمَنْ اَدّٰى فَرِيْضَةً فِيْهِ كَانَ كَمَنْ اَدّٰى سَبْعِيْنَ فَرِيْضَةً فِيْمَا سِوَاهُ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ وَشَهْرٌ يُّزَادُ فِيْهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ. مَنْ فَطَّرَ فِيْهِ صَائِمًا كَانَ لَهُ مَغْفِرَةً لِّذُنُوْبِهِ وَعِتْقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يُّنْتَقَّصَ مِنْ اَجْرِهِ شَيْءٌ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَيْسَ كُلُّنَا نَجِدُ مَا نُفَطِّرُ بِهِ الصَّائِمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِى اللّٰهُ هٰذَا الثَّوَابَ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا عَلٰى مَذْقَةِ لَبَنٍ اَوْ تَمْرَةٍ اَوْ شَرْبَةٍ مِّنْ مَّاءٍ وَمَنْ اَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللّٰهُ مِنْ حَوْضِىْ شَرْبَةً لاَ يَظْمَأُ حَتّٰى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَهُوَ شَهْرٌ اَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَاَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَاٰخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَّمْلُوْكِهِ فِيْهِ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ وَاَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ.

১৯। হযরত সালমান আল-ফারিসী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) শা'বান মাসের শেষ দিন আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তাতে তিনি বলেন ঃ হে জনগণ! এক মহামহিমান্বিত ও বরকতময় মাস তোমাদের উপর ছায়া বিস্তার করেছে। এই মাসে এমন একটি রাত আছে যা মর্যাদায় হাজার মাস অপেক্ষাও উত্তম। এই মাসে রোযা রাখা আল্লাহ্ তা'আলা ফরয করেছেন এবং এর রাতগুলোতে আল্লাহ্র সম্মুখে দাঁড়ানোকে নফল ইবাদতরূপে নির্দিষ্ট করেছেন। যে লোক এই রাতে আল্লাহ্র সন্তোষ ও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে একটি অ-ফরয ইবাদত (সুন্নাত বা নফল) আদায় করবে, তাকে সেজন্য অন্যান্য সময়ের একটি ফরয ইবাদতের সমান সওয়াব দেয়া হবে। আর যে লোক এই মাসে একটি ফরয আদায় করবে, সে অন্যান্য সময়ের সত্তরটি ফরয ইবাদতের সমান সওয়াব পাবে।

এটা ধৈর্য ও তিতিক্ষার মাস। আর ধৈর্যের প্রতিদান হলো জান্নাত। এটা পরস্পর সহৃদয়তা ও সৌজন্য প্রদর্শনের মাস। এই মাসে মুমিনের রিযিক বৃদ্ধি করা হয়। এই মাসে যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করাবে, তার প্রতিদানস্বরূপ তার গুনাহ ক্ষমা করা হবে এবং জাহান্নাম থেকে তাকে মুক্তি দেয়া হবে। আর তাকে ঐ রোযাদারের সমান সওয়াব দেয়া হবে, কিন্তু সেজন্য রোযাদারের সওয়াবে কিছুমাত্র

www.pathagar.com

ঘাটতি হবে না। আমরা নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যকার প্রত্যেকেই রোযাদারকে ইফতার করাবার সামর্থ্য রাখে না। রাসূলে কারীম (স) বলেন ঃ যে লোক রোযাদারকে একটি খেজুর, পানি মিশ্রিত দুধ বা পানির শরবত দ্বারাও ইফতার করাবে তাকেও আল্লাহ এই সওয়াবই দান করবেন। আর যে লোক একজন রোযাদারকে পরিতৃপ্ত করে আহার করাবে আল্লাহ তাকে আমার 'হাওয' (কাওছার) থেকে এমন পানীয় পান করাবেন, যার ফলে জান্নাতে প্রবেশ না করা পর্যন্ত সে কখনো পিপাসার্ত হবে না।

এটা এমন এক মাস যার প্রথম দশদিন রহমতে পরিপূর্ণ, দ্বিতীয় দশদিন ক্ষমা ও মার্জনার জন্য এবং শেষ দশদিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের উপায়রূপে নির্দিষ্ট। যে লোক এই মাসে নিজের অধীনস্থ লোকদের শ্রম-মেহনত হাল্কা বা হ্রাস করে দিবে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন এবং তাকে দোযখ থেকে মুক্তিদান করবেন (বায়হাকীর শুআবুল ঈমান)।

উপরোক্ত হাদীসে রমযান মাসের যেসব ফযীলাতের উল্লেখ রয়েছে তা কুরআন মজীদের আয়াত ও সহীহ হাদীসসমূহ দ্বারাও সমর্থিত।

٢٠- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ عَلَيْكُمْ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ.

২০। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা রমযান মাসের রোযা রাখা তোমাদের জন্য ফরয করেছেন। আর আমি তোমাদের জন্য সুন্নাতরূপে চালু করেছি রমযান মাসব্যাপী আল্লাহ্র ইবাদতে দাঁড়ানো। কাজেই যে ব্যক্তি এই মাসের রোযা রাখবে এবং আল্লাহ্র সামনে দাঁড়াবে ঈমান ও চেতনাসহকারে (বা সওয়াবের আশা নিয়ে), সে তার জন্মদিনের মত নিষ্পাপ হয়ে যাবে।

বরাত ঃ ইবনে মাজা, কিতাবু ইকামাতিস সালাত, বাব ১৭৩, নং ১৩২৮; নাসাঈ, কিতাবুস সিয়াম, বাব ৪০, নং ২২১২; মুসনাদ আহ্মাদ, ১খ., পৃ. ১৯১, ১৯৫, নং ১৬৬০ ও ১৬৮৮।

তারাবীহ নামাযের ইতিবৃত্ত

রমযান মাসের অত্যধিক মর্যাদাপূর্ণ ও বরকতময় হওয়ার কারণেই রাসূলুল্লাহ (স) এই মাসের রাতসমূহে কঠোর সাধনায় নিয়োজিত থাকতেন এবং অন্যদেরকেও এই

www.pathagar.com

অফুরন্ত ফযীলাত ও বরকত লাভের জন্য উৎসাহিত করতেন। বিশেষ করে এর শেষ দশকে তিনি মসজিদেই বসবাস করতেন।

٢١- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ اَحْيَا اللَّيْلَ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ وَاَيْقَظَ اَهْلَهُ.

২১। আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স) রমযান মাসের শেষ দশকে সারা রাত জেগে ইবাদত করতেন, তহবন্দ শক্ত করে বেঁধে নিতেন এবং তাঁর পরিবারের লোকজনকেও (ইবাদতে মগ্ন হওয়ার জন্য) জাগিয়ে দিতেন ।

বরাত ঃ ইবনে মাজা, সিয়াম, বাব ফী ফাদলিল আশরিল আওয়াখিরি মিন শাহরি রামাদান, নং ১৭৬৮; বুখারী, কিতাবুল কাদর, বাব আল-আমালি ফী আশরিল আওয়াখিরি মিন রামাদান, নং ২০২৪; মুসলিম, ই'তিকাফ, বাবুল ইজতিহাদ ফী আশরিল আওয়াখিরি..., নং ২৭৮৭/৭; আবূ দাউদ, কিতাব শাহরি রামাদান, বাব ফী কিয়ামি শাহরি রামাদান, নং ১৩৭৬; নাসাঈ, কিয়ামুল লাইল, বাব ১৭, নং ১৬৪০।

٢٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَغِّبُ فِىْ قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّاْمُرَهُمْ بِعَزِيْمَةٍ ثُمَّ يَقُوْلُ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ فَتُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْاَمْرُ عَلٰى ذٰلِكَ ثُمَّ كَانَ الْاَمْرُ عَلٰى ذٰلِكَ فِى خِلَافَةِ اَبِىْ بَكْرٍ وَصَدْرًا مِّنْ خِلَافَةِ عُمَرَ.

২২। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) রমযান মাসে (রাতে) কিয়াম করতে (নামায পড়তে) উৎসাহিত করতেন, তবে এজন্য তাদেরকে কঠোরভাবে নির্দেশ দিতেন না। তারপর তিনি বলতেন ঃ যে ব্যক্তি ঈমান সহকারে ও সওয়াব লাভের আশায় রমযান মাসে (রাতে) কিয়াম করে (নামায পড়ে) তার পিছনের গুনাহ মাফ করা হয়। রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইনতিকাল অবধি বিষয়টি এরূপই থাকে এবং আবু বাক্র (রা)-র খেলাফতকালে ও উমার (রা)-র খেলাফতের প্রথম পর্যায়েও এরূপই থাকে।

বরাত ঃ আবু দাউদ, কিতাব শাহ্রি রামাদান, বাব ফী কিয়ামি শাহরি রামাদান, নং ১৩৭১; মুসলিম, কিতাবুস সালাত, বাবুত তারগীব ফী কিয়ামি রামাদান, নং ১৭৮০/১৭৪; তিরমিযী, আবওয়াবুস সাওম, বাব ঐ, নং ৮০৮; নাসাঈ, কিতাবুস

www.pathagar.com

সাওম, বাব সাওয়াবি মান কামা রামাদান, নং ২২০০, প্রথমাংশ; বুখারী, কিতাবুল ঈমান, বাব... কিয়ামি রামাদানা মিনাল ঈমান, নং ৩৭, প্রথমাংশ। মূল পাঠ আবু দাঊদের।

রমযান মাসের 'কিয়াম'-দাঁড়ানোকে রাসূলে করীম (স) চালু করেছেন। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা)-র হাদীসের ভাষা হলো ঃ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ "এর (রমযানের) দাঁড়ানো আমি রীতিবদ্ধ করে দিয়েছি"।

'কিয়ামে রামাদান' হাদীস ও ফিক্হ-এর একটা বিশেষ পরিভাষা। এর অর্থ, রমযান মাসের রাতগুলিতে আল্লাহ্র ইবাদতে দাঁড়ানো। আর রমযানের রাতে আল্লাহ্র ইবাদতে দাঁড়ানো অর্থ রাতে এশার নামাযের পর তারাবীহ্ নামায পড়া। 'তারাবীহ্' নামায শরীয়াতের ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা করেছেন রাসূলে করীম (স), আল্লাহ্ তাআলা 'রীতিবদ্ধ' করলে তা আদায় করা ফরয হয়ে যেত। তিনি করেননি বিধায় তা ফরয নয়,'সুন্নাত' অর্থাৎ সুন্নাতে মুআক্কাদা।

٢٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِذَا اُنَاسٌ فِىْ رَمَضَانَ يُصَلُّوْنَ فِىْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَا هٰؤُلَاءِ فَقِيْلَ هٰؤُلَاءِ نَاسٌ لَيْسَ مَعَهُمُ الْقُرْاٰنُ وَاُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ يُصَلِّىْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ بِصَلَاتِهِ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصَابُوْا وَنِعْمَ مَا صَنَعُوْا . قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ لَيْسَ هٰذَا الْحَدِيْثُ بِالْقَوِىِّ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ضَعِيْفٌ.

২৩। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রমযান মাসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে দেখলেন, কতক লোক মসজিদের এক পাশে নামায পড়ছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এরা কারা? বলা হলো, এরা কিছু সংখ্যক লোক, কুরআন জানে না। উবাই ইবনে কা'ব (রা) নামায পড়ছেন এবং তারা তার সাথে (জামাআতে) নামায পড়ছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এরা ঠিকই করেছে এবং যা করেছে তা চমৎকার!

ইমাম আবু দাঊদ (র) বলেন, হাদীসটি তেমন শক্তিশালী নয়। মুসলিম ইবনে খালিদ (র) দুর্বল রাবী (আবু দাঊদ, কিতাবুস সালাত, বাব ফী কিয়ামি শাহ্রি রামাদান, নং ১৩৭৭)।

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, তারাবীহ নামায মহানবী (সা)-এর সময়েও জামাআতে আদায় করা হয়েছে। হাদীসটি রাবীর দুর্বলতার কারণে শক্তিশালী না হলেও মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের মতে নফল ইবাদতের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীস গ্রহণযোগ্য।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ (স) রমযান মাসের রাতে তারাবীহ নামায পড়ার জন্য যে উৎসাহ প্রদান করেছেন তাতে উদ্বুদ্ধ হয়েই লোকজন মসজিদে গিয়ে জামাআতে নামায পড়েছেন। উপরোক্ত হাদীসে সেই চিত্রই ফুটে উঠেছে।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইমামতিতে তারাবীহ নামায

অতএব এই দু'টি হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, দ্বিতীয় হিজরীতে রোযা ফরয হওয়ার পর কোন এক বছর থেকে রাসূলুল্লাহ (স) তারাবীহ নামায পড়ার জন্য উৎসাহিত করেছেন। মহানবী (স)-এর ইমামতিতে লোকজন মসজিদে নববীতে যে তারবীহ নামায পড়েছেন তার বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

٢٤- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّٰى فِى الْمَسْجِدِ فَصَلّٰى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ ثُمَّ صَلّٰى مِنَ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوْا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ اِلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اَصْبَحَ قَالَ قَدْ رَاَيْتُ الَّذِىْ صَنَعْتُمْ فَلَمْ يَمْنَعْنِىْ مِنَ الْخُرُوْجِ اِلَيْكُمْ اِلاَّ اَنِّىْ خَشِيْتُ اَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ وَذٰلِكَ فِىْ رَمَضَانَ.

২৪। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নামায পড়লেন এবং লোকজনও তাঁর সাথে নামায পড়লো। পরের রাতেও তিনি নামায পড়লেন এবং অনেক বেশী লোক একত্র হলো। পরের (তৃতীয়) রাতেও লোকজন সমবেত হলো, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে তাদের নিকট গেলেন না। যখন ভোর হলো তখন তিনি বললেনঃ তোমরা কি করেছো আমি তা অবশ্যই প্রত্যক্ষ করেছি। তবে তোমাদের উপর ফরয করে দেয়া হতে পারে, এ আশংকায় আমি তোমাদের নিকট আসিনি। ঘটনাটি রমযান মাসের।

বরাত ঃ আবু দাউদ, কিতাবুস সালাত, বাব ফী কিয়ামি শাহ্রি রামাদান, নং ১৩৭৩; বুখারী, কিতাবুল জুমুআ, (২৯) বাব.... আম্মা বা'দ, নং ৯২৪; আরো দ্র. নং ৭২৯, ১১২৯; কিতাবুস সাওম, বাব ফাদলি মান কামা রামাদান, নং ২০১২; মুসলিম, কিতাবুস সালাত, বাব ফী কিয়ামি রামাদান, নং ১৭৮৩/১৭৭ ও ১৭৮৪/১৭৮; নাসাঈ, কিতাবু কিয়ামিল লাইল, বাব কিয়ামি শাহরি রামাদান, নং ১৬০৫; মূল পাঠ আবু দাউদের।

www.pathagar.com

উপরোক্ত হাদীসে তিন রাত রাসূলুল্লাহ (স) লোকজনের সাথে তারাবীহ নামায পড়েছেন বলে উক্ত হয়েছে। তবে রমযানের কোন কোন তারিখে এবং কতো রাক্আত করে তিনি নামায পড়েছেন—এ হাদীসে তার কোন বিস্তারিত বিবরণ নাই। তবে নিম্নোক্ত হাদীসের বিবরণ একটু বিস্তারিত।

٢٥- عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ صُمْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِّنَ الشَّهْرِ حَتّٰى بَقِىَ سَبْعٌ فَقَامَ بِنَا حَتّٰى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ فَلَمَّا كَانَتِ السَّادِسَةُ لَمْ يَقُمْ بِنَا فَلَمَّا كَانَتِ الْخَامِسَةُ قَامَ بِنَا حَتّٰى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ نَفَّلْتَنَا قِيَامَ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ قَالَ فَقَالَ انَّ الرَّجُلَ اذَا صَلّٰى مَعَ الْاِمَامِ حَتّٰى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيَامَ لَيْلَةٍ قَالَ فَلَمَّا كَانَتِ الرَّابِعَةُ لَمْ يَقُمْ فَلَمَّا كَانَتِ الثَّالِثَةُ جَمَعَ اَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ وَالنَّاسَ فَقَامَ بِنَا حَتّٰى خَشِيْنَا اَنْ يَّفُوْتَنَا الْفَلَاحُ قَالَ قُلْتُ وَمَا الْفَلَاحُ قَالَ السُّحُوْرُ ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا بَقِيَّةَ الشَّهْرِ.

২৫। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রমযান মাসের রোযা রাখলাম। তিনি প্রায় গোটা মাসই আমাদেরকে নিয়ে নফল নামায পড়েনি। শেষ পর্যন্ত যখন মাত্র সাত দিন অবশিষ্ট রইল, তখন তিনি আমাদেরকে নিয়ে নামাযে দাঁড়ালেন এবং রাতের এক-তৃতীয়াংশ সময় নামাযে অতিবাহিত হলো। পরবর্তী রাতে তিনি আমাদেরকে নিয়ে নামাযে দাঁড়ালেন না। আবার যখন পঞ্চম রাত হলো, তখন তিনি আমাদেরকে নিয়ে নামাযে দাঁড়ালেন এবং রাতের অর্ধেক অতিবাহতি হলো। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! যদি আপনি গোটা রাতটি আমাদেরকে নিয়ে নফল নামাযে দাঁড়াতেন! বর্ণনাকারী বলেন, তিনি বললেন ঃ কোন ব্যক্তি যখন ইমামের সাথে নামায পড়তে থাকে যতক্ষণ না তিনি ক্ষান্ত হন, তার গোটা রাতই নামাযে পরিগণিত হয়। তিনি বলেন, আবার যখন চতুর্থ রাত হলো, তিনি নামায পড়লেন না। অতঃপর যখন তৃতীয় রাত হলো তখন তিনি তাঁর পরিবার-পরিজন, পত্নীগণ এবং অন্যান্য লোকজনকে একত্র করলেন এবং আমাদেরকে নিয়ে এত দীর্ঘ সময় ধরে নামায পড়লেন যে, আমরা 'ফালাহ' হারিয়ে ফেলার আশংকা করলাম। জুবাইর ইবনে নুফাইর (র) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ফালাহ' কি? তিনি বললেন, সাহ্রী খাবার সময়। এরপর তিনি আর এ মাসের অবশিষ্ট রাতে আমাদেরকে নিয়ে নামাযে দাঁড়াননি।

www.pathagar.com

বরাত ঃ আবু দাউদ, কিতাবুস সালাত, বাব ফী কিয়ামি শাহরি রামাদান, নং ১৩৭৫; তিরমিযী, আবওয়াবুস সাওম, বাব ঐ, নং ৮০৬; নাসাঈ, কিতাবু কিয়ামিল লাইল, বাব ঐ, নং ১৬০৬; ইবনে মাজা, কিতাবু ইকামাতিস সালাত, বাব ফী কিয়ামি শাহরি রামাদান, নং ১৩২৭।

এ হাদীসেও দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ (স) মোট তিন রাত সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে জামাআতে তারাবীহ নামায পড়েছেন। রমযান মাসটি তিরিশ দিনের হলে পরবর্তী সাত দিন শুরু হয় ২৪শে রমযান থেকে এবং ২৯ দিনের হলে ২৩শে রমযান থেকে। মহানবী (স) সম্ভবত ২৩, ২৫ ও ২৭ রমযানের রাতে উক্ত নামায পড়েছিলেন। প্রথম দিন তিনি নামাযে রাতের এক-তৃতীয়াংশ সময়, দ্বিতীয় দিন অর্ধেক রাত এবং তৃতীয় দিন প্রায় সুবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত সাহরী গ্রহণের সময়টুকু হাতে রেখে নামাযে রত থাকেন। সম্ভবত এ রাতেই তিনি বিশ রাক্আত নামায পড়ে থাকবেন, যা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-র হাদীস থেকে জানা যায়। অবশ্য নো'মান ইবনে বশীর (রা)-র হাদীস থেকে সুনির্দিষ্ট তারিখ অবগত হওয়া যায়।

٢٦- عَنْ نُعَيْمِ بْنِ زِيَادٍ اَبِىْ طَلْحَةَ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ عَلٰى مِنْبَرِ حِمْصَ يَقُوْلُ قُمْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ شَهْرِ رَمَضَانَ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَّعِشْرِيْنَ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْاَوَّلِ ثُمَّ قُمْنَا مَعَهُ لَيْلَةَ خَمْسٍ وَّعِشْرِيْنَ اِلٰى نِصْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ قُمْنَا مَعَهُ لَيْلَةَ تِسْعٍ وَّعِشْرِيْنَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنْ لاَّ نُدْرِكَ الْفَلَاحَ وَكَانُوْا يُسَمُّوْنَهُ السُّهُوْرَ.

নু'আইম ইবনে যিয়াদ আবু তালহা (র) বলেন, "আমি আন-নু'মান ইবনে বাশীর (রা)-কে হিম্স-এর মসজিদের মিম্বার থেকে বলতে শুনেনি, আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে রমযান মাসের তেইশতম রাতে প্রথম প্রহরে এক–তৃতীয়াংশ রাত নামাযে কাটালাম। অতঃপর আমরা তাঁর সাথে পঁচিশতম রাতে অর্ধ রাত পর্যন্ত নামায পড়লাম। অতঃপর আমরা সাতাইশতম রাতে তাঁর সাথে নামায পড়লাম (প্রায় শেষ রাত পর্যন্ত)। এমনকি আমরা ধারণা করলাম যে, আমরা সাহ্রী গ্রহণের সময় পাবো না" (সুনান আন-নাসাঈ, কিতাবু কিয়ামিল লাইল, (৪) বাব কিয়ামি শাহ্রি রামাদান, নং ১৬০৭)।

আয়েশা (রা), আবূ যার (রা) ও নু'মান ইবনে বশীর (রা)-র হাদীস থেকে পরিষ্কার জানা যায়, রাসূলুল্লাহ (স) রমযানের তিন দিনই রাতের প্রথমাংশে অর্থাৎ এশার নামায পড়ার পর তারাবীহ নামায পড়া শুরু করেছেন।

www.pathagar.com

আর ইতিপূর্বে তাঁর তাহাজ্জুদ নামায সংক্রান্ত হাদীসসমূহ থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, মহানবী (স) এশার নামায পড়ার পর ঘুমিয়েছেন, রাতের অর্ধেক বা তার কিছু কম-বেশি অতিক্রান্ত হওয়ার পর ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদ নামায পড়েছেন। তাঁর এই দ্বিবিধ কার্যক্রম থেকে প্রমাণিত হয় যে, তারাবীহ নামায ও তাহাজ্জুদ নামায দু'টি ভিন্ন নামায, যদিও উভয় নামায পড়ার ধরন ও প্রকৃতি একই।

মহানবী (স) কেন নিয়মিত তারাবীহ নামায পড়েননি?

রাসূলুল্লাহ (স) কেন মাত্র তিন দিন তাঁর সাহাবীগণকে নিয়ে জামাআতে তারাবীহ নামায পড়লেন তার কারণ তিনি নিজেই ব্যক্ত করেছেন। তিনি এই নামাযের প্রতি তাদের গভীর আগ্রহ ও উৎসাহ লক্ষ্য করেছেন। তিনি ভেবেছেন, যদি তিনি তা নিয়মিত জামাআতে পড়েন তাহলে হয়ত আল্লাহ তায়ালা এ দীর্ঘ নামায তাঁর উম্মাতের জন্য ফরয করে দিবেন এবং তখন তারা তা নিয়মিত আদায় করতে অপারগ হয়ে পড়বে। তিনি বলেন ঃ

اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّهُ لَمْ يَخْفَى عَلَىَّ مَكَانُكُمْ (شَانُكُمْ) لٰكِنِّىْ خَشِيْتُ اَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوْا عَنْهَا.

"অতঃপর তোমাদের অবস্থা আমার নিকট গোপন বা অস্পষ্ট ছিলো না। কিন্তু আমি তা তোমাদের উপর ফরয করে দেয়া হয় কিনা এই আশংকা করেছি। তাহলে তোমরা তা আদায় করতে অপারগ হয়ে পড়বে" (বুখারী, কিতাবুল জুমুআহ, হাদীস নং ৯২৪; আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত পূর্বোক্ত ২৪ নং হাদীস ও দ্র.)।

রাসূলুল্লাহ (স) কেন তারাবীহ নামায নিয়মিত পড়েননি আয়েশা (রা)-র অপর একটি বিবৃতি থেকেও এর কারণ অবগত হওয়া যায়।

٢٧- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ اَنْ يَّعْمَلَ بِهِ خَشْيَةَ اَنْ يَّعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ.

২৭। আয়েশা (রা) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (স) কোন (ঐচ্ছিক) কাজ করতে আগ্রহী হওয়া সত্ত্বেও কেবল এই ভয়েই তা ত্যাগ করেছেন যে, উক্ত (ঐচ্ছিক) কাজটি (তাঁর দেখাদেখি) লোকজনও করবে। ফলে তা তাদের উপর ফরয করে দেয়া হবে" (বুখারী, কিতাবুত তাহাজ্জুদ, (৫) বাব তাহরীদিন নাবিয়্যি (স) আলা কিয়ামিল লাইল...., নং ১১২৮)। অপর বর্ণনায় আছে ঃ

www.pathagar.com

وَلٰكِنِّىْ تَخَوَّفْتُ اَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَاكْلَفُوْا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيْقُوْنَهُ فَاِنَّ اللّٰهَ لاَ يَمَلُّ حَتّٰى تَمَلُّوْا.

"কিন্তু আমি ভয় পাচ্ছি, তা তোমাদের উপর ফরয করে দেয়া হয় কিনা। অতএব তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী কষ্ট স্বীকার করো। নিশ্চয় আল্লাহ (পুরস্কার প্রদানে) অবসন্ন হন না, যতক্ষণ না তোমরা অবসন্ন হয়ে পড়ো"।

মহানবী (স) যদিও মাত্র তিন দিন এ নামায জামাআত সহকারে পড়েছেন, কিন্তু নিজ ঘরে তিনি এ নামায নিয়মিত পড়েছেন, বরং রমযান মাসে তিনি অন্যান্য মাসের তুলনায় অধিক ইবাদত-বন্দেগী করেছেন। কেবল ফরয হয়ে যাওয়ার ভয়ে এবং উম্মাতের জন্য কষ্টকর হয়ে যাওয়ার আশংকায় তিনি তারাবীহ নামায নিয়মিত জামাআতে পড়েননি।

সরকারী ব্যবস্থাপনায় তারাবীহ নামাযের জামাআত

মহানবী (স)-এর জীবদ্দশায়ই সাহাবায়ে কিরাম নিজস্ব উদ্যোগে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে জামাআতে তারাবীহ নামায পড়তেন এবং কোন কোন সাহাবী স্বতন্ত্রভাবে পড়তেন। সর্বপ্রথম সৎপথপ্রাপ্ত দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমার ফারূক (রা) সকলকে একত্র করে একই ইমামের পিছনে তারাবীহ নামায পড়ার ব্যবস্থা করেন। এ সম্পর্কে হাদীসের বর্ণনা নিম্নরূপ।

٢٨- عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ اَنَّهُ قَالَ اَمَرَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ اُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ وَتَمِيْمًا الدَّارِىَّ اَنْ يَّقُوْمَا لِلنَّاسِ بِاِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً قَالَ وَقَدْ كَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ بِالْمِئِيْنَ حَتّٰى كُنَّا نَعْتَمِدُ عَلَى الْعِصِىِّ مِنْ طُوْلِ الْقِيَامِ وَمَا كُنَّا نَنْصَرِفُ اِلاَّ فِىْ فُرُوْعِ الْفَجْرِ.

২৮। আস-সাইব ইবনে ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) উবাই ইবনে কা'ব (রা) ও তামীম আদ-দারী (রা)-কে নির্দেশ দিলেন যে, তারা উভয়ে যেন লোকজনকে নিয়ে এগার রাক্আত (তারাবীহ্) নামায পড়েন। কারী (ইমাম) এক শত আয়াতবিশিষ্ট সূরা পাঠ করতেন। ফলে আমরা দীর্ঘ আয়াত পাঠের কারণে লাঠিতে ভর দিতাম। আমরা ভোর হওয়ার কিছু পূর্বে বাড়িতে ফিরে আসতাম।

www.pathagar.com

বরাত ঃ মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, কিতাবুস সালাত ফী রামাদান, বাব মা জাআ ফী কিয়ামি রামাদান, রিওয়ায়াত নং ৪।

٢٩- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لَيْلَةً فِيْ رَمَضَانَ اِلَى الْمَسْجِدِ فَاِذَا نَاسٌ اَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُوْنَ يُصَلِّى الرَّجُلُ لِنَفْسِه وَيُصَلِّى الرَّجُلُ فَيُصَلِّىْ بِصَلٰوتِه الرَّهْطُ فَقَالَ عُمَرُ اِنِّىْ اَرٰى لَوْ جَمَعْتُ هٰؤُلَاءِ عَلٰى قَارِئٍ وَّاحِدٍ لَكَانَ اَمْثَلَ ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلٰى اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً اُخْرٰى وَالنَّاسُ يُصَلُّوْنَ بِصَلٰوةِ قَارِئِهِمْ قَالَ عُمَرُ نِعْمَ الْبِدْعَةُ هٰذِه وَالَّتِىْ يَنَامُوْنَ عَنْهَا اَفْضَلُ مِنَ الَّتِىْ يَقُوْمُوْنَ يُرِيْدُ اٰخِرَ اللَّيْلِ وَكَانَ النَّاسُ يَقُوْمُوْنَ اَوَّلَهُ.

২৯। আবদুর রহমান ইবনে আবদুল কারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রমযান মাসের এক রাতে আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র সাথে মসজিদে নববীর দিকে গেলাম। দেখা গেলো, লোকজন বিভিন্ন দলে বিভক্ত। কেউ একাকী নামায পড়ছে, আবার কেউ নামায পড়ছে এবং কিছু লোক তার ইমামতিতে নামায পড়ছে। উমার (রা) বললেন, নিশ্চয় আমি মনে করি, আমি যদি এদের সকলকে একজন কারীর (ইমামের) সাথে একত্র করে দেই তবে তা কতই না উত্তম হবে! অতঃপর তিনি তাই করতে সংকল্পবদ্ধ হলেন এবং সকলকে উবাই ইবনে কা'ব (রা)-র ইমামতিতে একত্র করে দিলেন। পরবর্তী এক রাতে আমি তাঁর সাথে বের হলাম এবং তখন লোকজন তাদের কারীর (ইমামের) সাথে নামায পড়ছিল। (এই দৃশ্য দেখে) উমার (রা) বললেন, এটা কতই না চমৎকার নতুন পদ্ধতি! যারা (রাতের প্রথম ভাগে) নামাযে দাঁড়ায় তাদের তুলনায় যারা নামাযে দাঁড়ায় না (অর্থাৎ রাতের শেষভাগে নামায পড়ে) তারা অধিক উত্তম।

বরাত ঃ (১) বুখারী, কিতাবুস সাওম, বাব ফাদলি মান কামা রামাদান, নং ২০১০; (২) মুওয়াত্তা ইমাম মালেক (র), কিতাবুস সালাত ফী রামাদান, বাব মা জাআ ফী কিয়ামি রামাদান, নং ৩, বাংলা অনু. ই.ফা.বা., ১খ., পৃ. ১৭০, মূল পাঠ বুখারীর।

আভিধানিক অর্থে প্রতিটি নতুন উদ্ভাবিত জিনিসকে বিদআত বলা হয়। কিন্তু শরীআতের পরিভাষায় বিদ'আত অর্থ হচ্ছে, "নিজের পক্ষ থেকে দীনের মধ্যে এমন কিছু প্রবর্তন করা যা দীনের অন্তর্ভুক্ত নয়" অর্থাৎ যার সমর্থনে শরীআতের কোন

www.pathagar.com

দলীল নাই। সুতরাং এখানে 'বিদ'আত' শব্দটি পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। কারণ এই অর্থে সব বিদ'আতই নিকৃষ্ট, পাপ প্রসূত এবং তা গোমরাহীর নামান্তর। এখানে শব্দটি আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে (আল্লামা ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র)-এর মিনহাজুস সুন্নাহ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)।

তারাবীহ নামাযের ওয়াক্ত ও নিয়ম

এই নামাযের ওয়াক্ত এশার ফরয ও সুন্নাত নামায পড়ার পর থেকে শুরু হয় এবং সাহরী গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত পড়া যায়। কোন ব্যক্তি যদি মসজিদে এসে দেখেন যে, তারাবীহ্র জামাআত শুরু হয়ে গেছে, তাহলে তিনি প্রথমে একাকী এশার ফরয ও সুন্নাত নামায পড়ার পর তারাবীহ্র জামাআতে শামিল হবেন। জামাআতশেষে তিনি ইচ্ছা করলে ছুটে যাওয়া বাকী রাক্আতগুলো আদায় করতে পারেন, নাও করতে পারেন।

এ নামায এক সালামে দুই রাক্আত করে পড়তে হয়, তবে চার রাক্আত করেও পড়া যায় এবং প্রতি চার রাক্আত অন্তর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে হয় (তারাবীহ অর্থ বিশ্রাম)। এ সময় বসে বসে দোয়া-দরূদ পড়তে হয়। কোন কোন মসজিদে খুব তাড়াহুড়া করে এ নামায শেষ করতে দেখা যায়। এই প্রবণতা আপত্তিকর। তাড়াহুড়া বর্জন করতে হবে এবং ইমাম সাহেব এমনভাবে কিরাআত পড়বেন যাতে আয়াতের প্রতিটি শব্দ স্পষ্টভাবে শুনা যায়। রুকূ-সিজদাও ধীরেসুস্থে করতে হবে, দোয়া-দরূদ, তাসবীহ-তাহলীলও ধীরেসুস্থে পড়তে হয়। মহানবী বলেন ঃ

٣٠- اَلْاَنَاةُ مِنَ اللّٰهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ.

৩০। "ধীরস্থিরতা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এবং তাড়াহুড়া শয়তানের পক্ষ থেকে" (তিরমিযী, কিতাবুল বিরর, (৬৬) বাব মা জাআ ফিত-তা'নী ওয়াল-আজালাতি, নং ২০১২)।

তারাবীহ নামায যে সুন্নাত এ ব্যাপারে চার মাযহাবের ইমামগণ একমত। হানাফী, শাফিঈ ও হাম্বলী মাযহাবমতে তারাবীহ নামায পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য সুন্নাতে মুআক্কাদা এবং মালিকী মাযহাবমতে শুধু সুন্নাত। হানাফী মাযহাবমতে এই নামায জামাআতে আদায় করা সুন্নাতে কিফায়া। অর্থাৎ যে কোন মহল্লার একদল লোক জামাআতে এই নামায আদায় করলে উক্ত মহল্লার পক্ষ থেকে জামাআত কায়েম করার দায়িত্ব প্রতিপালিত হলো। কিন্তু জামাআত অনুষ্ঠিত না হলে সকলে গুনাহগার হবে। জামাআত কায়েম হলে মহল্লার অবশিষ্ট লোক একাকী এ নামায পড়তে পারে, তবে জামাআতের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে।

www.pathagar.com

মহিলাদের তারাবীহ নামায

মহিলাগণ ইচ্ছা করলে পুরুষদের সাথে একই জামাআতে নামায পড়তে পারেন অথবা স্বতন্ত্রভাবেও জামাআত করে তা পড়তে পারেন। তারা পুরুষদের জামাআতে শরীক হলে তাদের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়াবেন অথবা পুরুষদের পরে শিশুদের কাতার তারপর সর্বপিছনে মহিলাদের স্বতন্ত্র কাতারে দাঁড়াবেন। উবাই ইবনে কা'ব (রা)-র ইমামতিতে মহিলারা স্বতন্ত্র জামাআতে তারাবীহ নামায পড়েছেন (তাবারানী)। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) মহিলাদেরকে নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে জামাআত করে তারাবীহ নামায পড়তেন।

তারাবীহ নামাযের রাক্আত সংখ্যা

তারাবীহ নামাযের রাক্আত সংখ্যা সম্পর্কে উম্মাতের বিশেষজ্ঞ আলেমগণের মতভেদ আছে। রাসূলুল্লাহ (স) যে তিন দিন জামায়াত সহকারে এ নামায পড়েছেন তার বর্ণনা সম্বলিত হাদীসে রাক্আত সংখ্যার উল্লেখ নাই। হানাফী মাযহাবের বিশেষজ্ঞ আলেমগণ বিশ রাক্আতের পক্ষে রায় দিয়েছেন এবং তাই এ মাযহাবের অনুসারীগণ বিশ রাক্আত তারাবীহ পড়ে থাকেন।

তারাবীহ নামায সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী (র)-এর সারসংক্ষেপ

ইমাম তিরমিযী (র) তাঁর জামে আত-তিরমিযী শীর্ষক হাদীস গ্রন্থে আবওয়াবুস সাওম-এর বাব "কিয়ামে রামাদান" শীর্ষক অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত হাদীসের (নং ৮০৬) নিচে এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত বক্তব্য রেখেছেন ঃ "রমযান মাসের রাতসমূহে (নামাযে) দণ্ডায়মান হওয়া সম্পর্কে আলেমগণের মতভেদ আছে। কোন কোন আলেম বলেন, বেতেরসহ (রাতের এই নামাযের) রাক্আত সংখ্যা একচল্লিশ (৪১)। এ হলো মদীনাবাসীদের অভিমত এবং এখানকার লোকজন এরূপ আমল করেন। কিন্তু অধিকাংশ আলেমের অভিমতে হযরত আলী (রা) ও উমার ফারূক (রা) প্রমুখ সাহাবায়ে কিরাম থেকে বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী এর রাক্আত সংখ্যা বিশ (২০)। সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারক ও শাফিঈ (র)-এর এই অভিমত। ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, আমি আমাদের নগর মক্কায়ও লোকদেরকে বিশ (২০) রাক্আত পড়তে দেখেছি। আহমাদ (র) বলেন, এই বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের রিওয়ায়াত বর্ণিত আছে এবং তিনি এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত দেননি। ইসহাক (র) বলেন, উবাই ইবনে কা'ব (র)-র বর্ণনা অনুযায়ী আমরা একচল্লিশ রাক্আত পড়াই পছন্দ করি। ইবনুল মুবারক, আহ্মাদ ও ইসহাক (র) রমযান মাসে ইমামের সাথে তারাবীহ্র নামায আদায় করা পছন্দ করেছেন।"

www.pathagar.com

ইমাম তিরমিযী (র) ২০৯ হি./ ৮২৪ খৃ. জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৭৯ হি./ ৮৯২ খৃ. ইনতিকাল করেন। বলা যায়, তিনি হিজরী ৩য় এবং খৃষ্টীয় ৯ম শতকের মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি তাঁর যুগে (আজ থেকে ১২ শত বছর পূর্বে) তারাবীহ নামায সম্পর্কে যেসব তথ্য পেয়েছেন তা তাঁর উপরোক্ত সারসংক্ষেপে পেশ করেছেন। তাতে তিনি একথাও বলেছেন যে, অধিকাংশ আলেমের অভিমত অনুযায়ী হযরত আলী (রা), উমার ফারূক (রা) প্রমুখ সাহাবায়ে কিরাম থেকে বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী তারাবীহ নামাযের রাক্আত সংখ্যা ২০ (বিশ)।

ইমাম শাফিঈ (র)-এর অভিমত

ইমাম শাফিঈ (র) ১৫০ হি. / ৭৬৭ খৃ. জন্মগ্রহণ করেন, যেদিন ইমাম আবু হানীফা (র) ইনতিকাল করেন এবং ২০৪ হি./ ৮৫৪ খৃ. ইনতিকাল করেন। অর্থাৎ তিনি ছিলেন হিজরী ২য়-৩য় এবং খৃষ্টীয় ৮ম-৯ম শতকের মুহাদ্দিস ও শাফিঈ মাযহাবের শীর্ষ ইমাম। ইমাম তিরমিযী (র)-এর ভাষ্যমতে তিনি বলেন, আমি আমাদের শহর মক্কা মুআজ্জমায় লোকজনকে ২০ (বিশ) রাক্আত তারাবীহ পড়তে দেখেছি। তিনি আজ থেকে তের শত বছর পূর্বের মক্কার অধিবাসীদের তারাবীহ নামায সম্পর্কে অবহিত করেছেন। অর্থাৎ এটি হলো রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইনতিকালের দেড় শতাব্দী পরের তথ্য। এই মাযহাবের অনুসারীগণ তাই ২০ (বিশ) রাক্আত তারাবীহ নামায পড়েন।

ইমাম আহ্মাদ ইবনে হাম্বল (র)-এর অভিমত

ইমাম আহ্মাদ ইবনে হাম্বল (র) ১৬৪ হি. / ৭৮০ খৃ. জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৪১ হি. / ৮৫৫ খৃ. ইনতিকাল করেন। তিনি ইমাম শাফিঈ (র)-এর সমসাময়িক মুহাদ্দিস ও হাম্বালী মাযহাবের শীর্ষ ইমাম। তাঁর সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, "আহ্মাম (র) বলেছেন, এই বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের রিওয়ায়াত আছে এবং তিনি এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত দেননি"।

তবে হাম্বালী মাযহাবের অনুসারীগণ ২০ (বিশ) রাক্আত তারাবীহ পড়েন। হাম্বালী মাযহাবের ফকীহগণ বলেন, উমার (রা) বিচ্ছিন্নভাবে তারাবীহ পড়ুয়াদেরকে উবাই ইবনে কা'ব (রা)-র ইমামতিতে একত্র করেন। তিনি বিশ রাক্আত তারাবীহ পড়ান। হযরত আলী (রা)-ও এক ব্যক্তিকে রমযান মাসে বিশ রাক্আত তারাবীহ পড়ানোর জন্য ইমাম নিয়োগ করেন। সুতরাং বিশ রাকআতের অনুসরণ করাই উত্তম" (আল-মুগনী, ১ম খণ্ড)।

এ পর্যন্ত আমরা সর্বপ্রধান চারটি মাযহাবের মধ্যকার তিনটি মাযহাবের অভিমত ও তার অনুসারীদের অনুসৃত রীতি সম্পর্কে জানতে পারলাম যে, তারা বিশ রাক্আত তারাবীহ নামায পড়ে থাকেন, শত শত বছর ধরে এই নিয়ম চলে এসেছে।

www.pathagar.com

ইমাম মালেক (র)-এর অভিমত

ইমাম মালেক ইবনে আনাস (র) মদীনায় ৯৫ হি. / ৭১৪ খৃ. জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭৯ হি. / ৭৯৮ খৃ. ইনতিকাল করেন। তিনি ছিলেন মুহাদ্দিস এবং মালিকী মাযহাবের শীর্ষ ইমাম। ইমাম তিরমিযী (র) তারাবীহ নামায সম্পর্কে তার এবং ইমাম আজম আবু হানীফা (র)-এর কোন অভিমত উল্লেখ করেননি। তবে ইমাম মালেক (র)-এর আল-মুওয়াত্তা গ্রন্থে তারাবীহ নামাযের রাক্আত সংখ্যা সম্পর্কে দু'টি হাদীস বিদ্যমান আছে। তার একটিতে (বেতেরসহ) ১১ রাক্আত এবং অপরটিতে (বেতের বাদে) বিশ রাক্আত উল্লেখ আছে।

অবশ্য এ সম্পর্কে ইমাম মালেক (র)-এর তিনটি মত লক্ষ্য করা যায়— এক বর্ণনায় ৩৬ রাক্আত, অপর বর্ণনায় ৪১ রাক্আত এবং আরেক বর্ণনায় ২০ রাক্আত উল্লেখ আছে। অবশ্য ৪১ রাক্আতের মধ্যে বেতের তিন রাক্আত এবং বেতেরের পর বসে বসে পড়া দুই রাক্আত নফল নামাযও অন্তর্ভুক্ত। এই পাঁচ রাক্আত বাদ দিলে তারাবীহ হয় ৩৬ রাক্আত।

এ ব্যাপারেও প্রকৃত তথ্য এই যে, মক্কা শরীফে মসজিদুল হারামে প্রতি চার রাক্আত তারাবীহ পড়ার পর নামাযীগণ বিশ্রামের সময় একবার কা'বা ঘর তাওয়াফ করতেন (সাত চক্কর দিতেন)। কিন্তু মদীনার মসজিদে নববীর নামাযীদের জন্য এই সুযোগ না থাকায় তারা তাওয়াফের বিকল্প হিসাবে অতিরিক্ত ১৬ (ষোল) রাক্আত নামায পড়তেন। মূলত তাদের তারাবীহ নামাযও ছিল ২০ (বিশ) রাক্আত।

পৃথিবীর সুন্নী মুসলমানদের ৯৯% ভাগই এই চার মাযহাবের অনুসারী। অতএব বলা যায়, পৃথিবীর 'সর্বাধিক সংখ্যাগরিষ্ঠ" সংখ্যক মুসলমান রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত বিশ রাক্আত তারাবীহ নামাযের পক্ষপাতী। কেবল শীআ সম্প্রদায়ই তারাবীহ নামায অস্বীকার করে থাকে।

বিশ রাক্আত তারবীহ-এর সমর্থনে হাদীস

যারা রাতে আট রাক্আত নফল নামাযের পক্ষপাতী তাদের কিছু উগ্র ব্যক্তি চ্যালেঞ্জ করে বলেন যে, 'বিশ রাক্আত নামায পড়ার পক্ষপাতীগণ এর সমর্থনে একটি মওযু (মনগড়া, বানোয়াট) হাদীসও পেশ করতে পারবে না'। এদের লজ্জিত হওয়া উচিৎ যে, আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত আট রাক্আতের হাদীসের পাশাপাশি সহীহ বুখারীতেই ইবনে আব্বাস (র) কর্তৃক বর্ণিত ১২ (বার) রাক্আত সংক্রান্ত হাদীসটি বিদ্যমান। ইমাম মালেক (র)-এর আল-মুওয়াত্তা গ্রন্থে সংকলিত বিশ রাক্আত সংক্রান্ত হাদীসটি উল্লেখ করা হলো ঃ

www.pathagar.com

٣١- عَنْ يَزِيْدَ بْنِ رُوْمَانَ اَنَّهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَقُوْمُوْنَ فِيْ زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِيْ رَمَضَانَ بِثَلاَثٍ وَّعِشْرِيْنَ رَكْعَةً.

৩১। ইয়াযীদ ইবনে রূমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র খেলাফতকালে রমযান মাসে লোকজন তেইশ রাক্আত (তারাবীহ ২০ এবং বেতের ৩ রাক্আত) নামায পড়তো" (মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, কিতাবুস সালাত ফী রামাদান, বাব মা জাআ ফী কিয়ামি রামাদান, রিওয়ায়াত নং ৫)।

উপরোক্ত হাদীসের রাবী ইয়াযীদ ইবনে রূমান (র) সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি উমার (র)-র যুগ পাননি। অতএব হাদীসটির সনদসূত্র বিচ্ছিন্ন। এর জবাবে বলা যায়, ইমাম মালেক (র)-এর মুওয়াত্তা গ্রন্থে এমন কোন হাদীস নেই যা অন্যান্য সূত্রে মুত্তাসিল (অবিচ্ছিন্ন সনদসূত্র) নয়। তাছাড়া তিনি তার সমাজে একটি নামাযের যে বাস্তব চিত্র দেখতে পেয়েছেন তার বর্ণনা দিচ্ছেন। তাতে উমার (রা)-র সাথে তার সাক্ষাত না হলে কিছু যায় আসে না। তিনি তো দাবি করেননি যে, তিনি হাদীসটি উমার (রা)-র মুখে শুনে বর্ণনা করছেন। দ্বিতীয়ত, ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে মুরসাল হাদীস শরীআতের দলীল হিসাবে সাধারণভাবেই গ্রহণযোগ্য।

٣٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِيْ غَيْرِ جَمَاعَةٍ بِعِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَالْوِتْرَ.

৩২। "ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (সা) রমযান মাসে জামাআত ব্যতিরেকে বিশ রাক্আত ও এক রাক্আত বেতের পড়তেন"।

বরাত ঃ ইমাম বায়হাকীর আস-সুনানুল কুবরা, বাব মা রুবিয়া ফী আদাদি রাক্আতিল কিয়াম ফী শাহরি রামাদান, ২খ, পৃ. ৪৯৭; ইবনে আবু শায়বা, আল-মুসান্নাফ, ২খ, পৃ. ৩৯৪; নাসাবুর রায়া, ২খ, পৃ. ১৫৩; তাবারানীর আল-মু'জামুল কবীর গ্রন্থেও এটি উক্ত হয়েছে।

উপরোক্ত হাদীসের সনদ দুর্বল হলেও পরপর তিনজন খলীফার (উমার, উসমান আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুম) খেলাফতকালে এবং চার মাযহাবের অনুসারীদের শত শত বছর ধরে বিশ রাক্আত তারাবীহ পড়ার দ্বারা হাদীসের বক্তব্য শক্তিশালী হয়েছে। তাছাড়া কোন হাদীস মওযূ (মনগড়া, বানোয়াট) প্রমাণিত না হলে তদনুযায়ী আমল করা যায়। মুহাদ্দিসগণ এটির সনদে দুর্বলতা আছে বললেও তাদের কেউ এটিকে মওযূ বলেননি।

www.pathagar.com

ইমাম বায়হাকীর সুনান আল-কুবরা শীর্ষক হাদীস গ্রন্থে আস-সাইব ইবনে ইয়াযীদ (র)-র সূত্রে নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণিত আছে ঃ

٣٣- كَانُوْا يَقُوْمُوْنَ عَلٰى عَهْدِ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ فِىْ شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَكَانُوْا يَقُوْمُوْنَ بِالْمِائَتَيْنِ وَكَانُوْا يَتَوَكَّؤُنَ عَلٰى عِصِيِّهِمْ فِىْ عَهْدِ عُثْمَانَ مِنْ شِدَّةِ الْقِيَامِ.

৩৩। "উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র খেলাফতকালে লোকজন রমযান মাসে বিশ রাক্আত তারাবীহ নামায পড়তেন। তাতে তারা দাঁড়ানো অবস্থায় দুই শত আয়াত পর্যন্ত পড়তেন। তারা উসমান (রা)-র খেলাফতকালে (দীর্ঘক্ষণ) দাঁড়িয়ে থাকার কষ্টের কারণে তাদের লাঠিতে ভর দিতেন" (২খ., পৃ. ৪৯৬; বায়হাকীর মা'রিফতুস সুনান)।

আল্লামা ইমাম নববী, ইমাম যায়নুদ্দীন আল-ইরাকী ও ইমাম জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (র) সুনানুল কুবরার সনদসূত্রকে সহীহ বলেছেন। আর আল্লামা তাজুদ্দীন আস-সুবকী ও মোল্লা আলী আল-কারী (র) মা'রিফাতুস সুনান- এর সনদসূত্রকে সহীহ বলেছেন।

আরো কয়েকটি দলীল

ইবনে আবু শায়বার আল-মুসান্নাফ গ্রন্থে আরো বর্ণিত আছে যে, আবুল খাত্তাব (র) বলেন, সুওয়াইদ ইবনে গাফালা (রা) রমযান মাসে আমাদের ইমামতি করতেন এবং পাঁচ সালামে বিশ রাক্আত তারাবীহ নামায পড়াতেন (আল-মুসান্নাফ, ২খ, ৩৯৩)।

আলী (রা)-র সহচর শুতাইর ইবনে শাক্ল (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রমযান মাসে লোকদের ইমামতি করতেন এবং বিশ রাক্আত তারাবীহ ও তিন রাক্আত বেতের পড়াতেন (পূর্বোক্ত বরাত, পৃ. ২৯২-৩)।

আবু আবদুর রহমান আস-সুলামী (র) বলেন, আলী (রা) রমযান মাসে কারীগণকে ডেকে আনেন এবং তাদের মধ্যকার একজনকে লোকদের সাথে নিয়ে বিশ রাক্আত নামায পড়ার নির্দেশ দেন। রাবী বলেন, আলী (রা) তাদের সাথে বেতের পড়তেন (পূর্বোক্ত বরাত, পৃ. ৩৯৩)।

আবুল হাসনা (র) বলেন, আলী (রা) এক ব্যক্তিকে লোকদের নিয়ে পাঁচ সালামে বিশ রাক্আত তারাবীহ পড়ার নির্দেশ দেন (পূর্বোক্ত বরাত, পৃ. ৩৯৩)।

ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ (র) বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এক ব্যক্তিকে লোকদের বিশ রাক্আত তারাবীহ পড়ানোর নির্দেশ দেন (পূর্বোক্ত বরাত, পৃ. ৩৯৩)।

www.pathagar.com

নাফে' ইবনে উমার (র) বলেন, ইবনে আবু মুলাইকা (র) রমযান মাসে আমাদের নিয়ে বিশ রাক্আত নামায পড়তেন (ঐ, পৃ. ৩৯৩)।
উবাই ইবনে কা'ব (র) মদীনায় লোকদের নিয়ে বিশ রাক্আত নামায পড়তেন এবং বেতের পড়তেন তিন রাক্আত (ঐ, পৃ. ৩৯৩)।
আল-হারিস (র) রমযানের রাতে লোকদের নিয়ে বিশ রাক্আত তারাবীহ ও তিন রাক্আত বেতের পড়তেন এবং রুকূতে যাওয়ার পূর্বে দোয়া কুনূত পড়তেন (ঐ, পৃ. ৩৯৩)।
আবুল বাখতারী (র) রমযান মাসে পাঁচ সালামে বিশ রাক্আত তারাবীহ নামায পড়তেন এবং তিন রাক্আত বেতের পড়তেন (ঐ, পৃ. ৩৯৩)।
আতা (র) বলেন, আমি লোকদেরকে বেতেরসহ তেইশ রাক্আত তারাবীহ আদায়রত পেয়েছি (ঐ, পৃ. ৩৯৩)।
সাঈদ ইবনে উবাইদ (র) বলেন, আলী ইবনে রবীআ (র) রমযান মাসে তাদেরকে নিয়ে পাঁচ সালামে বিশ রাক্আত তারাবীহ ও তিন রাক্আত বেতের পড়তেন (ঐ, পৃ. ৩৯৩)।
দাউদ ইবনে কায়েস (র) বলেন, উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) ও আবান ইবনে উসমান (র)-এর যমানায় আমি মদীনায় লোকদেরকে ছত্রিশ রাক্আত (তারাবীহ) ও তিন রাক্আত বেতের পাঠরত পেয়েছি (ঐ, পৃ. ৩৯৩)।

মসজিদুল হারাম ও মসজিদে নববীতে তারাবীহ নামায

যারা আট রাক্আতের পক্ষে তারা বিশ রাক্আত পড়ুয়াদেরকে কটাক্ষ করেন। অথচ উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ দুই মসজিদ (মক্কার বাইতুল্লাহ শরীফ ও মদীনার মসজিদে নবনী অর্থাৎ হারামাইন শারীফাইন) তাদেরই প্রতিনিধিত্বকারীদের রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বাধীনে রয়েছে। তারাই এই দুই মহান মসজিদের ইমাম নিয়োগসহ সার্বিক ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করেন। সেই দুই মসজিদে রমযান মাসে এশার নামাযের পরে পর্যায়ক্রমে দুইজন ইমামের নেতৃত্বে দশ রাক্আত করে বিশ রাক্আত তারাবীহ নামায অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। অতঃপর তিন রাক্আত বেতের পড়ে এই নামায শেষ করা হয়। প্রথম ইমাম দশ রাক্আত পড়িয়ে চলে যান না, বরং দ্বিতীয় ইমামের পিছনে বাকি দশ রাক্আতও আদায় করেন এবং দ্বিতীয় ইমামও প্রথম থেকেই তারাবীহ নামাযে উপস্থিত থাকেন।
অতঃপর শুরু হয় সালাতুল লাইল-এর আট বা বারো রাক্আত নামাযের জামাআত। সারা রাত ধরে এই দুই মহান মসজিদে চলতে থাকে নামাযের মত মহান ইবাদত। রমযানের শেষ দশ দিনের রাতের অবস্থা এমন হয় যে, এই দুই মসজিদে তিল ধরার ঠাঁই থাকে না।

www.pathagar.com

তাই আসুন আমরা সকলে নিজ নিজ এলাকায় জনগণকে নিয়ে নিজ নিজ মহল্লার মসজিদে বিশ রাক্আত তারাবীহ্র জামাআত কায়েম করে বিশ রাক্আত ফরযের সমান মর্যাদা লাভে সচেষ্ট হই। সাথে সাথে কেউ যদি আট, চব্বিশ, ছত্রিশ বা চল্লিশ রাক্আত তারাবীহ পড়েন তবে তাদের কটাক্ষ করা থেকেও বিরত থাকি।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র)-এর অভিমত

* যদি কেউ তারাবীহ নামায আবু হানীফা, শাফিঈ ও আহমাদ (র)-এর মাযহাবমতে ২০ রাক্আত আদায় করে অথবা মালিকের মাযহাবমতে ৩৬, ১৩ বা ১১ রাক্আত পড়ে তবে সে উত্তম করলো (আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা, দারুল কুতুব আল-হাদীসা, মিসর, বাব সালাতিত তাতাব্বু, ৪খ., পৃ. ৪২৭)।

* মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান ও গর-রমযানের রাতে ১১ রাক্আত অথবা ১৩ রাক্আত নামায পড়তেন, তবে তা আদায় করতেন দীর্ঘ কিয়াম সহকারে। যখন তা (দীর্ঘ কিয়াম) লোকজনের জন্য কষ্টকর হলো তখন উবাই ইবনে কা'ব (রা) উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র যুগে ২০ রাক্আত আদায় করতেন, এরপর বেতের নামায পড়তেন, তবে কিয়াম করতেন সংক্ষিপ্ত (ফাতাওয়া আল-কুবরা, বাব ফী মান ইউসাল্লিত তারাবীহ বা'দাল মাগরিব, ১খ, পৃ. ১৭৬, মাসআলা নং ১৩৮)।

* আল্লামা ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র) তাঁর ফাতওয়ার আরেক জায়গায় লিখেছেন, প্রমাণিত হলো যে, উবাই ইবনে কা'ব (রা) কিয়ামে রামাদানে (রমযানের নৈশ ইবাদতে) লোকজনকে নিয়ে বিশ রাক্আত আদায় করতেন এবং তিন রাক্আত বেতের নামায পড়তেন। অতএব বহু আলেমের মত হলো, এটাই সুন্নাত। কারণ তিনি তা কায়েম করেছেন মুহাজির ও আনসার সাহাবীদের মাঝে। অথচ কোন প্রতিবাদকারী তার প্রতিবাদ করেননি। অন্যরা ৩৯ রাক্আতকে মুস্তাহাব বলেছেন। এই ভিত্তিতে যে, তা মদীনাবাসীদের পুরানো আমল। আরেক দল বলেছেন, সহীহ রিওয়ায়াত অনুযায়ী প্রমাণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) রমযান ও অন্যান্য মাসে ১৩ রাক্আতের বেশি পড়তেন না। একদল লোক উপরোক্ত হাদীসের ভিত্তিতে মতভেদ করেছেন এবং পূর্বোক্ত আমলকে সাহীহ হাদীসের বিপরীত মনে করেছেন। আসলে সঠিক হলো, এর সবগুলোই (৩৬, ২০, ১৩, ১১) উত্তম (মাজমূউল ফাতাওয়া, ২৩খ, পৃ. ১১২-১১৩, বাব নিযাইল উলামা ফী মিকদারি কিয়ামে রামাদান, ১ম সং, রিয়াদ)।

* ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র) অন্যত্র বলেছেন, কিয়ামে রামাদান তথা তারাবীহ নামাযের রাক্আত সংখ্যা মহানবী (স) নির্ধারিত করেননি। তিনি রমযান ও অন্যান্য

www.pathagar.com

মাসে ১৩ রাক্আতের অধিক পড়তেন না। কিন্তু তাঁর রাক্আতগুলো ছিল অতি দীর্ঘ। উমার (রা) মুসলমানদেরকে যখন উবাই ইবনে কা'ব (রা)-র ইমামতিতে একত্র করলেন তখন তিনি তাদেরকে নিয়ে বিশ রাক্আত তারাবীহ পড়তেন, তারপর তিন রাক্আত বেতের পড়তেন। তিনি যে পরিমাণ রাক্আত বাড়িয়েছেন তদনুপাতে তার কিরাআতও সহজ (কমিয়ে) করে দিয়েছেন। সালাফের একটি দল ৪০ রাক্আতও আদায় করতেন এবং বেতের পড়তেন তিন রাক্আত। আরেক দল পড়তেন ৩৬ রাক্আত এবং বেতের পড়তেন তিন রাক্আত, এগুলো সবই জায়েয। এই পদ্ধতিগুলোর যে কোনটি অনুসরণ করে রমযানের কিয়ামুল লাইল (রমযানের রাতসমূহে নামায পড়া) হোক না কেন তা-ই উত্তম।

আর 'সর্বোত্তম বিষয়ের নিয়মের মধ্যেও' নামাযীদের অবস্থার পরিবর্তনে পরিবর্তন হয়। যদি তাদের দীর্ঘক্ষণ ধরে কিয়াম করার সামর্থ্য থাকে তবে ১০ রাক্আত ও পরবর্তী তিন রাক্আত পড়াই উত্তম। যেমন নবী (স) রমযান মাসে এরূপ নামায পড়তেন। আর যদি দীর্ঘ কিয়ামের সামর্থ্য তাদের না থাকে তবে ২০ রাক্আত পড়াই উত্তম। অধিকাংশ মুসলমান ২০ রাক্আতই পড়ে থাকেন। কারণ তা ১০ ও ৪০-এর মধ্যবর্তী। আর যদি তারা ৪০ রাক্আতও পড়েন তবে তাও জায়েয, এর কোনটিই মাকরূহ হবে না (মাজমূউল ফাতাওয়া, ২২ খ., পৃ. ২৭২, বাব সিফাতিস সালাত, কিয়ামি রামাদান ওয়া সিফাতিহি ওয়া আদাদি রাক্আতিহি)।

কুরআন ও সুন্নাহ-এর আলোকে তারাবীহ নামায সম্পর্কে ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র)-এর অভিমতসমূহ ভারসাম্যপূর্ণ ও ন্যায়ানুগ।

দু'টি প্রশ্ন

প্রশ্ন ঃ মহানবী (স) শুধু তিন দিন তারাবীহ নামায পড়েছেন। তাতে এটা মুস্তাহাব নামায হতে পারে, সুন্নাত নামায হয় কিভাবে ?

উত্তর ঃ তারাবীহ নামায যে সুন্নাতে মুআক্কাদা তা মহানবী (স)-এর বাণী দ্বারাই প্রমাণিত। তিনি বলেছেন ঃ "নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা রমযান মাসের রোযা রাখা তোমাদের জন্য ফরয করেছেন। আর আমি তোমাদের জন্য সুন্নাতরূপে রমযান মাসব্যাপী আল্লাহ্র ইবাদতে দাঁড়ানো বিধিবদ্ধ করেছি" (নাসাঈ, ইবনে মাজা, মুসনাদ আহ্মাদ)। রাসূলুল্লাহ (স) এ মাসের রাতগুলোতে অত্যধিক পরিমাণে নামাযে রত থাকতেন। অনন্তর তাঁর সাহাবীগণও অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে এ মাসের রাতের নামাযে নিমগ্ন থাকতেন এবং নিয়মিত জামাআত সহকারে তারাবীহ নামায আদায় করতেন।

www.pathagar.com

প্রশ্ন ঃ মহানবী (স) রমযান ও অন্য মাসের রাতে আট রাক্আতের অধিক নামায পড়তেন না এবং তারাবীহ বলতে স্বতন্ত্র কোন নামায ছিলো না। অতএব আমরা কেন তারাবীহ নামায পড়বো ?

উত্তর ঃ এই প্রশ্নের উত্তর পূর্বেকার বিস্তারিত আলোচনার মধ্যে নিহিত আছে। রমযান মাসের রাতের নামায হাদীস শরীফে কিয়ামু রামাদান বা 'কিয়ামুল লাইল' নামে উক্ত হয়েছে। পরবর্তী কালে মুহাদ্দিসগণ ও ফকীহ্গণ এই নামাযের বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে 'তারাবীহ' পরিভাষা প্রবর্তন করেন। সহীহ বুখারীর একটি অধ্যায়ের শিরোনাম হলো, "কিতাবু সালাতিত তারাবীহ", ৩১ নং অধ্যায় (আহ্লে হাদীস সম্প্রদায়ের আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সংস্থা দারুস সালাম, রিয়াদ, সৌদী আরব, থেকে প্রকাশিত সংস্করণ)। সহীহ বুখারীর ভাষ্যগ্রন্থ ফাতহুল বারীতেও উপরোক্ত অধ্যায়ের উল্লেখ আছে।

আট রাক্আত সংক্রান্ত হাদীসটি তাহাজ্জুদ নামায সম্পর্কে যা গভীর রাতে পড়া হয়। হাদীসটি বুখারীর কিতাবুত তাহাজ্জুদ ও 'তারাবীহ' এই দুই অধ্যায়ে উক্ত হয়েছে (বিস্তারিত বরাত ইতিপূর্বে উধৃত হয়েছে)। আর তারাবীহ নামায পড়া শুরু হয় রাতের প্রথম ভাগে। যেমন তারাবীহ সংক্রান্ত হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-র হাদীস ও আবু যার গিফারী (রা)-র হাদীস দেখা যেতে পারে। লক্ষ্য করা যায় যে, তিনি রমযান মাসে এশার নামযের পর তারাবীহ নামায পড়তেন, কিন্তু অন্য মাসে এতো তাড়াতাড়ি রাতের প্রথমভাগে তিনি দীর্ঘ নফল নামায পড়তেন না। তাছাড়া 'রাসূলুল্লাহ (স) বারো রাক্আত তাহাজ্জুদ নামায পড়েছেন' এরূপ বক্তব্য সম্বলিত সহীহ হাদীসও বুখারীসহ সিহাহ সিত্তার অন্যান্য কিতাবে বিদ্যমান রয়েছে।

ঐচ্ছিক নামাযের রাক্আত সংখ্যা কি বাড়ানো-কমানো জায়েয ?

আমরা নিশ্চিতভাবেই জানি যে, পাঁচ ওয়াক্তের ফরয নামায এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট সুন্নাত নামাযের রাক্আত সংখ্যা নির্ধারিত আছে, তার হ্রাস-বৃদ্ধি করা জায়েয নয়। কিন্তু সালাতুত তাতাব্বু (ঐচ্ছিক নামায)-এর রাক্আত সংখ্যা বাড়ানো-কমানো জায়েয। যেমন কেউ যোহরের ফরয ও দুই রাক্আত সুন্নাত পড়ার পর আসরের পূর্ব পর্যন্ত ঐচ্ছিক নামায পড়তে থাকলো। আমরা তাকে বলতে পারি না যে, তোমার এ নামায জায়েয নয়, কারণ মহানবী (স) এ সময় এভাবে এতো নামায পড়েননি। বস্তুত ঐচ্ছিক নামাযের ব্যাপারে প্রচুর স্বাধীনতা আছে। তারাবীহ নামাযও ঐচ্ছিক (তাতাব্বু) নামাযের অন্তর্ভুক্ত। এখন কেউ যদি এ নামায না পড়ে বা চার, আট, বারো, বিশ, ছাব্বিশ, ছত্রিশ বা ততোধিক রাক্আত পড়ে তবে আমরা তাকে ভর্ৎসনা করতে পারি

www.pathagar.com

না, কেবল তাকে নামায পড়তে বলতে পারি। এজন্যই তারাবীহ নামাযের রাক্আত সংখ্যায় পার্থক্য আছে। কারণ রাসূলুল্লাহ (স) যে তিন দিন সাহাবীদের নিয়ে তারাবীহ পড়েছেন তা যেমন অত্যন্ত সহীহ সনদ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তদ্রুপ তাতে যে তাঁর নামাযের রাক্আত সংখ্যার উল্লেখ নাই তাও সত্য।

খবরে ওয়াহেদ পর্যায়ের হাদীস কি গ্রহণযোগ্য ?

"যে হাদীসের রাবী কোন স্তরে তিনজন বা দুইজন বা একজন সেই হাদীসকে খবরে ওয়াহেদ বলা হয়"। খবরে ওয়াহেদ পর্যায়ের হাদীস কি গ্রহণযোগ্য বা এর ভিত্তিতে কোন আমল করা যায় কি ? এটি একটি চিন্তার বিষয়। হাদীস বিশারদগণ (মুহাদ্দিসগণ) হাদীস বর্ণনাকারী রাবীগণের জীবনচরিত আলোচনা করে তাদের স্মৃতিশক্তি, সত্যবাদিতা, আচার-ব্যবহার ও প্রসিদ্ধি ইত্যাদির ভিত্তিতে হাদীসকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করেছেন। তার মধ্যে সহীহ (সনদের দিক থেকে বিশুদ্ধ) এবং যঈফ (সনদের দিক থেকে দুর্বল) দুইটি শ্রেণী উল্লেখযোগ্য।

মুহাদ্দিসগণ ও ফকীহগণ (ইসলামী আইনবেত্তাগণ) একটি বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন। তা হলো ঃ ফরয, হারাম, মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস, স্বত্বাধিকার প্রতিষ্ঠা ও কঠোর শাস্তি ইত্যাদি প্রমাণের ক্ষেত্রে তাঁরা কখনো যঈফ হাদীস গ্রহণ করেননি, সর্বদা কুরআনের পরেই সর্বাধিক সহীহ হাদীস গ্রহণ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ তাই আমরা লক্ষ্য করছি যে, ফরয নামাযের ওয়াক্ত, ওয়াক্ত সংখ্যা ও রাক্আত সংখ্যা নিয়ে গোটা মুসলিম জাতির মধ্যে কোন মতভেদ নাই (যদিও কোন কোন ওয়াক্তের সীমা নিয়ে কিছুটা মতভেদ আছে, যা মোটেই মারাত্মক নয়)।

তদ্রুপ হালাল মৃত্যজীব ভক্ষণ হারাম, কিন্তু যবেহ ব্যতীতই মৃত্য মাছ ভক্ষণ হালাল হওয়ার বিষয়েও উম্মাতের মধ্যে কোন মতভেদ নাই। কারণ এ বিষয়গুলো অত্যন্ত মজবুত দলীল দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে উক্তরূপ কোন বিষয় সংশ্লিষ্ট নয়, বরং সুন্নাত, মুস্তাহাব, নফল, মাকরূহ, ভীতিপ্রদর্শন, উৎসাহ প্রদান, ফযীলাত, মর্যাদা ইত্যাদি বিষয় সংশ্লিষ্ট, সেসব ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণ ও ফকীহগণ খবরে ওয়াহেদ পর্যায়ের ও যঈফ হাদীস গ্রহণ করেছেন। তারা এসব বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহকে ততো কঠোরভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেননি, যতটা কঠোরভাবে যাচাই করেছেন পূর্বোক্ত বিষয়সমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহ।

অতএব তারাবীহ নামায হলো তাতাব্বু (ঐচ্ছিক) নামাযের অন্তর্ভুক্ত এবং রমযান মাসে তা পড়ার ব্যবস্থা রাখার কারণে ফযীলাতপূর্ণ নামায। এ নামাযের ক্ষেত্রে সহীহ হাদীসের পাশাপাশি খবরে ওয়াহেদ পর্যায়ের হাদীসও প্রমাণ হিসাবে গ্রহণযোগ্য।

www.pathagar.com

আরো একটি বিষয় বিবেচনাযোগ্য যে, কোন ব্যাপারের প্রমাণে অনেকগুলো যঈফ হাদীস পাওয়া গেলে দলীলটি তখন আর যঈফের পর্যায়ে থাকে না, তা শক্তিশালীর পর্যায়ে এসে যায়, বিশেষ করে যদি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জনগণ তদ্রূপ আমল করতে থাকে।

আমি ইতোপূর্বে বিশ রাক্আত তারাবীহ্র পক্ষে একটি সহীহ হাদীসসহ অনেকগুলো খবরে ওয়াহেদ পর্যায়ের হাদীস উদ্ধৃত করেছি। অনন্তর এই হিজরী পঞ্চদশ (খৃস্টীয় বিংশ) শতকে এসে বিশ রাক্আত তারাবীহ্র প্রচলন হয়নি, বরং রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগ থেকেই (মতভেদসহ) তার প্রচলন রয়েছে, যদিও কোন কারণে তাঁর যুগের বিশ রাক্আতের বর্ণনাটি প্রসিদ্ধি লাভ করেনি। অনন্তর শুধু ভারতবর্ষের লোকেরাই বিশ রাক্আত পড়ছেন তাও নয়, বরং আবহমান কাল ধরে গোটা বিশ্বের শতকরা নিরানব্বই ভাগ মুসলমান বিশ রাক্আত তারাবীহ নামায পড়ে আসছেন।

সৎপথপ্রাপ্ত চার খলীফার প্রবর্তিত সুন্নাতও অনুসরণযোগ্য

মহানবী (স) যেভাবে তাঁর প্রবর্তিত সুন্নাতসমূহ (প্রথা বা রীতিনীতি) বাস্তব জীবনে অনুসরণ করার জোর তাকিদ দিয়েছেন, তদ্রূপ সৎপথপ্রাপ্ত চার খলীফা তথা হযরত আবু বাক্র (রা), উমার (রা), উসমান (রা) ও আলী (রা) কর্তৃক প্রবর্তিত সুন্নাতসমূহ অনুসরণ করার জন্যও মুসলিম উম্মাহ্কে তাকিদ দিয়েছেন। আমাদের বাস্তব জীবনে এর বহু নযীর বিদ্যমান। যেমন হযরত উমার (র) কর্তৃক বিশ রাক্আত তারাবীহ নামায জামাআতে পড়ার ব্যবস্থা গ্রহণ, হযরত উসমান (রা) কর্তৃক জুমুআর নামাযের জন্য তৃতীয় আযানের (আমাদের গণনায় প্রথম আযান) প্রবর্তন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

٣٤- عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيْغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُوْنُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَاَنَّ هٰذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ اِلَيْنَا فَقَالَ اُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَاِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَاِنَّهُ مَنْ يَّعِيْشْ مِنْكُمْ بَعْدِىْ فَسَيَرٰى اخْتِلَافًا كَثِيْرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ تَمَسَّكُوْا بِهَا

www.pathagar.com

وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

৩৪। আল-ইরবাদ ইবনে সারিয়া (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের সাথে নামায পড়লেন, তারপর আমাদের দিকে ফিরে আমাদের উদ্দেশ্যে এতো মর্মস্পর্শী ভাষায় ওয়াজ-নসীহত করলেন যে, তাতে চোখসমূহ অশ্রুসিক্ত হলো এবং অন্তরসমূহ বিগলিত হলো। এক লোক বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এতা যেন কোন বিদায়ী ব্যক্তির অন্তিম ভাষণ। অতএব আপনি আমাদের কি নির্দেশ দেন? তিনি বলেনঃ আমি তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি আল্লাহভীতির, (নেতৃআদেশ) শ্রবণের ও আনুগত্যের, যদিও সে হাবশী ক্রীতদাস হয়ে থাকে। কেননা তোমাদের যে ব্যক্তি আমার পরে জীবিত থাকবে সে বহুবিধ মতবিরোধ দেখতে পাবে। তখন অবশ্যই তোমাদের কর্তব্য হবে আমার সুন্নাত এবং হেদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের (রীতিনীতির) অনুসরণ করা। তোমরা তা ধারণ করবে, তা কঠোরভাবে অনুসরণ করবে। তোমরা নব-উদ্ভাবিত বিষয় সম্পর্কে সাবধান থাকবে। কেননা প্রতিটি নব-উদ্ভাবিত বিষয় বিদ'আত এবং প্রতিটি বিদ'আত হলো ভ্রষ্টতা।

বরাত ঃ আবু দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ, বাব ফী লুযূমিস-সুন্নাহ, নং ৪৬০৭, অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত; শাব্দিক পার্থক্য সহকারে জামে আত-তিরমিযী, আবওয়াবুল ইলম, বাব মা জাআ ফিল-আখযি বিসসুন্নাতি ওয়া ইজতিনাবিল বিদ'আতি, নং ২৬৭৬, ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান-সহীহ বলেছেন। ইবনে মাজা, কিতাবুস সুন্নাহ (মুকাদ্দিমা), বাব ইত্তিবা'ই সুন্নাতিল খুলাফাইর রাশিদীন আল- মাহদিয়্যীন, নং ৪৬; সুনান আদ-দারিমী, মুকাদ্দিমা, বাব ইত্তিবাইস-সুন্নাহ, নং ৯৫; মুসনাদ আহ্মাদ, ৪খ., পৃ. ১২৬-৭, নং ১৭২৭২ ও ১৭২৭৪; আরো দ্র. আল-মুসতাদরাক আল-হাকেম, ১খ., পৃ. ৯৬-৭। মূল পাঠ আবু দাউদের।

٣٥- عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ يَقُوْلُ اِنَّ الْأَذَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ اَوَّلُهُ حِيْنَ يَجْلِسُ الْاِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبِيْ بَكْرٍ وَّعُمَرَ فَلَمَّا كَانَ فِيْ خِلَافَةِ عُثْمَانَ وَكَثُرُوْا اَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْأَذَانِ الثَّالِثِ فَأُذِّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ فَثَبَتَ الْأَمْرُ عَلٰى ذٰلِكَ.

www.pathagar.com

৩৫। আয-যুহ্‌রী (র) বলেন, আমি আস-সাইব ইবনে ইয়াযীদ (র)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ (স), আবূ বাক্‌র ও উমার (রা)-র যুগে জুমুআর দিনের আযান দেয়া হতো যখন ইমাম মিম্বারে বসতেন। উসমান (রা)-র খেলাফতকালে লোকসংখ্যা বেড়ে গেলে তিনি তৃতীয় আযান দেয়ার নির্দেশ দেন। আয-যাওরা নামক স্থানে এই আযান দেয়া হতো। বিষয়টি এ অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত থেকে গেলো।

বরাত ঃ বুখারী, কিতাবুল জুমুআহ, বাব আত-তা'যীন ইনদাল খুতবাতি, নং ৯১৬; আরও দ্র. নং ৯১২, ৯১৩, ৯১৫; ইবনে মাজা, ইকামাতুস সালাত, বাব মা জাআ ফিল আযানি ইয়াওমাল জুমুআহ, নং ১১৩৫; নাসাঈ, কিতাবুল জুমুআহ, বাবুল-আযান লিল-জুমুআহ, নং ১৩৯৩ ও ১৩৯৪; মুসনাদ আহ্‌মাদ, ৩খ., পৃ. ৪৫০, নং ১৫৮১৯।

আয-যাওরা ঃ মসজিদে নববীর নিকটস্থ বাজারের প্রবেশদ্বারের একটি স্থান।

প্রতিটি নতুন প্রথা বা প্রবর্তনই বিদ'আত নয়

٣٦- عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَنَّ فِى الْاِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلاَ يُنْقَصُ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئٌ. وَمَنْ سَنَّ فِى الْاِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلاَ يُنْقَصُ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْئٌ.

৩৬। জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দীন ইসলামে কোন উত্তম প্রথার প্রচলন করলো এবং তার পরে লোকে তদনুযায়ী কাজ করে, তার জন্য তাদের সমপরিমাণ পুরস্কার রয়েছে এবং তাতে তাদের পুরস্কার মোটেও হ্রাসপ্রাপ্ত হবে না। আর যে ব্যক্তি কোন মন্দ প্রথার প্রচলন করলো এবং তার পরে লোকে তদনুযায়ী কাজ করে, তার জন্য রয়েছে তাদের সমপরিমাণ গুনাহ এবং তাতে তাদের গুনাহ মোটেও হ্রাসপ্রাপ্ত হবে না।

অপর বর্ণনায় আছে, উত্তম প্রথার প্রচলনকারীর জন্য রয়েছে তার নিজের পুরস্কার এবং তদনুযায়ী আমলকারীদের সমপরিমাণ পুরস্কার, তাতে তাদের পুরস্কার মোটেও হ্রাসপ্রাপ্ত হবে না। পক্ষান্তরে মন্দ প্রথার প্রচলনকারীর জন্য রয়েছে তার নিজের গুনাহ এবং তদনুযায়ী আমলকারীদের সমপরিমাণ গুনাহ। তাতে তাদের গুনাহর পরিমাণ মোটেও হ্রাসপ্রাপ্ত হবে না।

www.pathagar.com

বরাত ঃ মুসলিম, কিতাবুল ইল্‌ম, বাব মান সান্না সুন্নাতান হাসানাতান..., নং ৬৮০০/১৫, আরো দ্র. যাকাত, বাবুল হিসসি আলাস-সাদাকাত...., নং ২৩৫১/ ৬৯; ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, বাব মান সান্না সুন্নাতান হাসানাতান আও সায়্যিআতান, নং ২০৩-২০৭; তিরমিযী, আবওয়াবুল ইল্‌ম, বাব ফীমান দাআ ইলা হুদা..., নং ২৬৮৫; নাসাঈ, যাকাত, বাবুত-তাহ্‌রীদ আলাস-সাদাকাত, নং ২৫৫৫; সুনান আদ-দারিমী, মুকাদ্দিমা, বাব মান সান্না সুন্নাতান হাসানাতান..., নং ৫১২; মুসনাদ আহ্‌মাদ, ৪ খ., পৃ. ৩৫৭, নং ১৯৩৬৯, আরও দ্র. নং ১৯৩৮৮-৮৯। মূল পাঠ সহীহ মুসলিমের।

উপরোক্ত হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি, কল্যাণকর, উপকারী, সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় এবং দীন ইসলামের মূল প্রাণসত্তার সহায়ক, সাংঘর্ষিক নয় এমন প্রথার প্রচলন সওয়াবের কাজ। পক্ষান্তরে যেসব নতুন প্রথা মানুষকে পথভ্রষ্ট করে, আল্লাহ্‌র দীন থেকে বিচ্যুত করে তা অবশ্যই বিদ'আত এবং তার পরিণতি হলো দোযখ।

মুসলমানরা সম্মিলিতভাবে নিজেদের জন্য যা উত্তম মনে করেন

আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

٣٧- مَا رَاٰهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ حُسَنٌ وَمَا رَاٰهُ الْمُسْلِمُوْنَ قَبِيْحًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ قَبِيْحٌ.

৩৭। "যে জিনিসকে মুসলমানরা উত্তম মনে করে, আল্লাহ্‌র নিকটও তা উত্তম। আর যে জিনিসকে মুসলমানরা নিকৃষ্ট মনে করে, তা আল্লাহ্‌র নিকটও নিকৃষ্ট" (মুওয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ, কিতাবুস সালাত, (৪৪) বাব ঃ রমযান মাসের রাতের ইবাদত ও তার ফযীলাত, ২৪৩ নং হাদীসের নিচে)।

হানাফী মাযহাবের ফিক্‌হবিদ ও উসূলবিদগণ এই হাদীসকে মারফূ (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য) হিসাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হাদীসবিশারদদের বক্তব্য এটিকে মাওকূফ (অর্থাৎ ইবনে মাসঊদের কথা) হাদীস প্রমাণ করে। হাদীসটি মুসনাদ আহমাদ, ১খ, পৃ. ৩৭৯, নং ৩৬০০ ক্রমিকে মাওকূফরূপে বর্ণিত। বাযযার, আবূ দাউদ তায়ালিসী, তাবারানী ও আবু নু'আইম (র) প্রমুখও ইবনে মাসঊদ (রা)-র সূত্রে হাদীসটি সংকলন করেছেন।

www.pathagar.com

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) সর্বাধিক ছয়টি সহীহ হাদীস (সিহাহ আস-সিত্তা) গ্রন্থের হাদীসসমূহ নেয়া হয়েছে আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের আন্তর্জাতিক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'দারুস সালাম, রিয়াদ' কর্তৃক প্রকাশিত ছয়টি গ্রন্থের একত্র সংকলন "মাওসূআতুল হাদীস আশ-শারীফ আল-কুতুবুস সিত্তা" (তৃতীয় সংস্করণ ১৪২১ হি./২০০০ খৃ.) থেকে। বরাতে প্রদত্ত হাদীসের ক্রমিক নম্বরও উক্ত সংকলনের। অবশ্য পাঠকদের সুবিধার্থে প্রতিটি হাদীসের কিতাব (অধ্যায়) ও বাব (অনুচ্ছেদ) উল্লেখ করেছি, যাতে তারা যে কোন সংস্করণ থেকে সহজে হাদীসগুলো খুঁজে বের করতে পারেন।

(২) ইমাম আহ্মাদ ইবনে হাম্বল (র)-এর 'মুসনাদ' গ্রন্থের হাদীসসমূহ নিয়েছি 'বাইতুল আফকার আদ-দুওয়ালিয়া, রিয়াদ কর্তৃক প্রকাশিত সংস্করণ (১৯৯৮ খৃ./১৪১৯ হি.) থেকে।

(৩) আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান আদ-দারিমীর (জন্ম ১৮১ হি./ ৭৯৭ খৃ., মৃত্যু ২৫৫ হি./৮৬৯ খৃ.) সুনান আদ-দারিমী, কাদীমী কুতুবখানা, করাচী সংস্করণ অনুসরণ করেছি।

(৪) ইমাম আবূ বাক্র আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ (জন্ম ১৫৯ হি./৭৭৫ খৃ.; মৃত্যু ২৩৫ হি./৮৪৯ খৃ.), ইবনে আবূ শায়বা নামে প্রসিদ্ধ, কিতাবুল মুসান্নাফ, আল-ইদারাতুল কুরআন ওয়াল-উলূমিল ইসলামিয়া, করাচী ১৪০৬ হি./ ১৯৮৬ খৃ. সংস্করণ।

(৫) অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের হাদীস নিয়েছি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বিভিন্ন ইসলামী গ্রন্থ থেকে।

-- বিনীত গ্রন্থকার

www.pathagar.com

রিসার্চ একাডেমী ফর কুরআন এণ্ড সাইন্স
নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।
RAQS Publications Series : 05